আহ্ছানিয়া

মিশন বার্তা

বর্ষ ৪০ ■ সংখ্যা ৩ ■ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক ২০১৭
পেলেন ব্যারিস্টার রফিক-উল হক

প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতা

মানবসেবায় ৬০ বছর

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

দেশের অন্যতম প্রধান বেসরকারী ক্যান্সার হাসপাতালে দেশের বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কম খরচে আন্তর্জাতিক মানের ক্যান্সার চিকিৎসার নিশ্চয়তা

Prof. Dr. A.M.M.Shariful Alam

Prof. Dr. Mahbubul Alam

Prof. Dr. Ahsan Shamim

Prof. Dr. Qamruzzaman Chowdhury

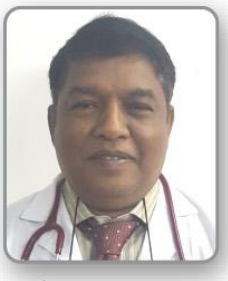
Prof. Dr. Farhad Haleem Donar

Dr. Md. Yousuf Ali

Dr. Rowshon Ara Begum

Dr. Masudul Hasan Arup

Dr. Sadia Sharmin

Dr. S.M. Rokonuzzaman

Dr. Nazat Sultana

Dr. S.J. Momtahena

Dr. Shariful Islam

Dr. Samina Islam

পেডিয়েট্রিক অনকোলজি

Dr. Shormin Ara Ferdousi

Dr. Rubina Yesmin

গাইনি অনকোলজি

Prof. Dr. Fauzia Sobhan

Lt. Col. Dr. Begum Najneen

Dr. Farhana Ahmed

সার্জিক্যাল অনকোলজি

Prof. Dr. Anwar Hossain

Prof. Dr. A. K. Mostaque

Dr. Abu Kawsar Sarker

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল

প্লট-৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০, বাংলাদেশ

ফোন : ০৯৬৭৮০১৬৩৯১, ০২-৪৮৯৫০১৬৫, ০১৫৩১২৯১৮১০

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান www.amcghbd.org

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪০ ❑ সংখ্যা ৩ ❑ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)
১৮৭৩-১৯৬৫
প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদকীয় পরিষদ
কাজী আলী রেজা
আ. শ. ম. বাবর আলী
অধ্যক্ষ ফাতেমা খাতুন

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মোঃ আমিনুল হক

২৫ টাকা মাত্র

সাধারণত পাঠ্যপুস্তকের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষার্থীর শিখনের মূল্যায়ন করা হয়। শিশুর সামাজিক ও অবুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়গুলোর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এতে শিক্ষার্থীর শিখনের অর্থাৎ যোগ্যতার আংশিক যাচাই হচ্ছে। অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিশুর অবুদ্ধিবৃত্তিয় উৎকর্ষতার বিকাশ। কিন্তু অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতাগুলো (Non-Cognitive skills) ছাড়া শিশুর পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশ সম্ভব নয়। এদিকটা মূল্যায়নের বাইরে থেকে যাচ্ছে। আর সেকারণে শিক্ষার্থীর শিখনের মূল্যায়নে বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে মিশনের বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসুচিতে। আমরা বলছি-এর প্রধান উদ্দেশ্য হল মানসম্মত শিক্ষা সুনিশ্চিত করা। তাই শিশুর সুকোমল প্রবৃত্তিগুলো যাতে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় সে বিষয়গুলো বিবেচনা করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জাতীয় পাঠক্রমকে ভিত্তি করে চারটি অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতা যেমন সহমর্মিতা, নৈতিকতা, পরমতসহিষ্ণুতা, আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া; প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে মূল্যায়ন করছে। মানসম্মত শিক্ষা মানে শিশুকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। আর মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হলে নীতিবান হওয়ার বিকল্প নেই। এজন্য প্রয়োজন নৈতিক শিক্ষা। এ শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায় থেকেই শুরু করা দরকার। মিশনে আমরা এ বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। আমাদের বিভিন্ন প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতার আলোকেই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সরকার এবং সমাজের বিশিষ্ট চিন্তাবিদরা বলছেন শিক্ষা কারিকুলামে নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে থাকা প্রয়োজন। এ প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করার জন্য সম্প্রতি আমরা সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন বা 'নৈতিক শিক্ষা কেন্দ্র' নামে একটি নতুন প্রকল্প-ও হাতে নিয়েছি। এবারের প্রচ্ছদ কাহিনীতে আমরা শিক্ষার এসব দিকগুলো তুলে ধরেছি তিনটি রচনায়। *প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর* অবুদ্ধিবৃত্তিয় *দক্ষতা-* লিখেছেন ছালেহা আকতার, *মানসম্মত শিক্ষা প্রসারে সমন্বিত উদ্যোগ-* লিখেছেন চিন্ময় মুৎসুদ্দী; *টেকসই উন্নয়নের জন্য নৈতিক শিক্ষা-* লিখেছেন মাছুম বিল্লাহ। একইসঙ্গে এডুকেশন ওয়াচ গবেষণা প্রতিবেদন ২০১৭-এর সুপারিশমালা প্রকাশ করা হল। এখান থেকে জানা যাবে বিদ্যালয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া, বিদ্যালয় পরিবেশ ও সংস্কৃতি, বিদ্যালয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট ও মূল্যবোধ পরিলেখের তাৎপর্য।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক ২০১৭ প্রদান করা হল বিশিষ্ট আইনজীবি ব্যারিস্টার রফিকুল হক-কে। প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন; এ বিষয়ে রয়েছে একটি প্রতিবেদন। আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালে (উত্তরা) আবুল মাল আবদুল মুহিত অপারেশন থিয়েটার উদ্বোধন করা হল সম্প্রতি। এ নিয়ে আছে একটি প্রতিবেদন। পাশাপাশি নিয়মিত বিভাগগুলো রয়েছে যথারীতি।

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনী ৬-৯
প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতা
প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন- ছালেহা আকতার

৪
মানুষের সেবায় আহ্ছানিয়া মিশন : অর্থমন্ত্রী

মিশন প্রতিষ্ঠাতার দর্শন ৩
স্বাস্থ্য ২০-২৫
শিক্ষা ২৬-২৮
প্রতিবেদন ২৯
বিবিধ ৩০-৩২

১৬
ব্যারিস্টার রফিক-উল হককে খানবাহাদুর
আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক ২০১৭ প্রদান

১৮
জীবনব্যাপী শিক্ষা প্রসারে মিশনের
নতুন ইন্সটিটিউটের যাত্রা শুরু
-নাফিজ উদ্দিন খান

৩০
খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর দর্শন
'সাধনা-জীবনে প্রকৃতি: পাহাড় ও সমুদ্রের
প্রভাব' শীর্ষক সেমিনার

৩২
জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ পালন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি- ১৯, সড়ক- ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
থেকে কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আমাদের বাংলা প্রেস, ৩২/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল : dambgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

সুশিক্ষা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা

'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড।'– একথা সত্য বটে। কিন্তু সে শিক্ষা অবশ্যই হতে হবে গুণগত। আর গুণগত শিক্ষার কাঠামো হচ্ছে সুশিক্ষা। এ সত্যটাকে সুদৃঢ়ভাবে অনুভব করেছিলেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)। তাঁর লেখা 'টীচারস্ ম্যানুয়েল' গ্রন্থের 'সুশিক্ষা' শীর্ষক অধ্যায়ের সেটাই তিনি ব্যক্ত করেছেন। তা থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো

মানসিক শক্তির পরিপুষ্টি শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। শিশুর মনোবৃত্তিগুলি এরূপে পরিচালিত করিতে হইবে যে, এই শক্তির ক্রমিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে। যে শিক্ষা দ্বারা এই শক্তি পরিপুষ্ট না হয়, তাহা প্রকৃত শিক্ষাবাচ্য নহে। কতকগুলি বিষয় কণ্ঠস্থ করিলে কোন শক্তি জন্মে না। শিক্ষা কিরূপে পরিচালিত হইলে এই শক্তি জন্মে, এই পুস্তকে তাহাই বিবৃত হইবে। পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা কখনও শিক্ষকের লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। জ্ঞানদান ও মানসিক শক্তির পরিপুষ্টি তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইবে। শিক্ষক কেবল বিদ্বান্ হইলেই শিক্ষাকার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয় না। শিক্ষকের অনেকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক, যথা– উদযোগিতা, প্রবৃত্তি ও আগ্রহ শিক্ষার্থীর প্রতি সহানুভূতি, হৃষ্টচিত্ততা, শাসনক্ষমতা, শিক্ষাকৌশল ও উপস্থিতবুদ্ধি।

শিশুর স্বভাব লক্ষ্য করিয়া শিক্ষাদান করিতে হইবে। উহার বাহ্যজ্ঞান, ধারণশক্তি প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া শিক্ষককে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে। জ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য: যাহাতে সকল ইন্দ্রিয়েরই পরিচালনা হয়, তৎপ্রতি শিক্ষক দৃষ্টি রাখিবেন। আমাদের অধিকাংশ জ্ঞান চক্ষু ও কর্ণ সাহায্যে জন্মিয়া থাকে, সুতরাং এই দুইটি ইন্দ্রিয়ের বিশেষ অনুশীলন প্রয়োজনীয়। শিশুর প্রথম জ্ঞান বস্তুসাপেক্ষ হওয়া আবশ্যক। বস্তু ব্যতিরেকে শিশুকে কোন শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। শিশু প্রকৃত ভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে কিনা, ইহা নানাপ্রকার প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে। অস্পষ্ট ভাব ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান বিঘ্নদায়ক। শব্দ পরিত্যাগ করিয়া শব্দবোধক ভাবের প্রতি চিন্তাশক্তিকে পরিচালিত করাইতে হইবে। দৃষ্টি শব্দের উপর চালিত হইবে। সত্য কিন্তু চিন্তা শব্দঘটিত অর্থের উপর ধাবিত হইবে। পরিশেষে শব্দের বিনা সাহায্যে চিন্তাশক্তি এক ভাব হইতে ভাবান্তরে আকৃষ্ট হইবে। ভাষা ও জ্ঞান দুইটি পৃথক বস্তু। উভয়েরই উন্নতি বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষা প্রথমে বস্তুবিষয়ক ও ক্রমে ভাববিষয়ক হইবে। এক প্রকারের কয়েকটি বস্তু দেখাইয়া ক্রমে তাহাদের সাধারণ ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইবে। শিশুর প্রধান জ্ঞান অপরের সাক্ষ্য সাপেক্ষ হওয়া উচিত নহে। শিশু স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিয়া দৃষ্টান্ত হইতে সংজ্ঞা গঠন করিবে। ইহাতে উহার জ্ঞানের প্রসার হইবে।

সহজ হইতে জটিল ও জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাত বিষয়ে অগ্রসর হওয়া সুশিক্ষার অন্যতম প্রণালী। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান হইতে ক্রমে ইন্দ্রিয়ের অলব্ধ জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতে হইবে। দৃষ্ট বস্তুর জ্ঞানের সাহায্যে দৃষ্টি বহির্ভূত বস্তুর জ্ঞান জন্মাইতে হইবে। ইহাতে চিন্তাশক্তি পরিপুষ্ট হইবে।

পদার্থ, চিত্র বা আদর্শ সাহায্যে শিশুকে প্রথম শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষণীয় বিষয়টি শিশুকে দর্শন বা স্পর্শ করিতে দেওয়া আবশ্যক, পরে গল্পচ্ছলে ঐ পদার্থ সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য শিক্ষা দেওয়া উচিত। যে পর্য্যন্ত পদার্থটি সম্বন্ধে তাহার বিবরণগুলি দৃঢ়ীভূত না হইে, সে পর্য্যন্ত অন্য বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে না।

শিশু বয়স্ক হইলে উহার স্মৃতিশক্তি পরিপুষ্ট করিতে হইবে। ঐ সময়ে তাহাকে কবিতা, নামতা, আর্য্যা প্রভৃতি কণ্ঠস্থ করাইতে হইবে। দশ বৎসর বয়স অতীত হইলে ক্রমে যুক্তি ও তর্কশক্তি পরিচালনা করিতে হইবে। পদার্থ সম্মুখে না রাখিয়া সেই সম্বন্ধে মৌখিক আলোচনা করিতে হইবে।

সুপ্রশ্ন শিক্ষার একটি প্রধান অবলম্বন। যে শিক্ষক সুপ্রশ্ন করিতে পারেন, তাঁহার কৃতকার্য্যতা স্থিরনিশ্চয়। ছাত্র হইতে প্রশ্নের সমস্ত উত্তর লইতে চেষ্টা করিতে হইবে। অনেক স্থানে শিক্ষক পরিশ্রম করিয়া থাকেন, কিন্তু ছাত্র নির্ব্বাক ও নিষ্কাম থাকে। ইহাতে অলসতা বৃদ্ধি পায় ও কার্য্যাত্মক প্রবৃত্তির বিনাশ হয়। ছাত্রকে আত্মাবলম্বন শিক্ষা দিতে হইবে। ইহাতে অনুসন্ধিৎসা বাড়িবে ও নূতন শক্তির সঞ্চার হইবে। এক বাক্য দ্বারা বারংবার একই প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ। ইহাতে বৃথা সময় নষ্ট হয় ও ছাত্রের মনোযোগের হ্রাস হয়। এমন কোন প্রশ্ন করিতে হইবে না, যাহার উত্তরে 'হ্যা' বা 'না' বলিলেই চলিতে পারে। এইরূপ প্রশ্ন দ্বারা শিক্ষার অপব্যবহার হয় ও ছাত্রের ঔৎসুক্য নিরস্ত হয়। প্রশ্ন করিবার সময় শিক্ষক সমস্ত ক্লাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিবেন, কিঞ্চিৎ পরে কোন ছাত্রকে উত্তরের জন্য মনোনীত করিবেন। ছাত্রদিগকে ক্রম অনুসারে প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ। কখন কখন ছাত্রবিশেষকে প্রশ্ন করিতে বলিতে হইবে। যে ছাত্র উত্তর না দিতে পারিবে, প্রশ্নকারী উত্তর দিয়া তাহার স্থান অধিকার করিবে। এইরূপ প্রশ্নে ছাত্রগণ আমোদ উপভোগ করিবে। উত্তর খাঁটি ও সম্পূর্ণ না হইলে অগ্রাহ্য হইবে। অর্দ্ধ উত্তর সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। পূর্ণবাক্যে উত্তর দেওয়া কখন কখন আবশ্যক। ভাল উত্তর পাইলে প্রশংসাবাদ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। উহাতে অপর ছাত্রের কুতূহল বাড়ে। সম্পূর্ণ উত্তর সর্ব্বসমক্ষে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। কাহারও উত্তর অগ্রাহ্য হইলে কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ অসঙ্গত।

সংকলনে: আ.শ.ম. বাবর আলী

উদ্বোধন করা হয় আবুল মাল আবদুল মুহিত অপারেশন থিয়েটার

মানুষের সেবায় আহ্ছানিয়া মিশন : অর্থমন্ত্রী

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, আহ্ছানিয়া মিশন দেশের মানুষের সেবায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। এ মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল। এখানে সাধারণ মানুষকে অল্প খরচে চিকিৎসা দেওয়া হয়। হাসপাতালটির যন্ত্র অনেক লেটেস্ট ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এখানে এসে আমার অনেক ভালো লেগেছে; আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আন্তরিকভাবে আমি আহ্ছানিয়া মিশনকে ধন্যবাদ জানাই। ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালে অত্যাধুনিক যন্ত্র সংবলিত অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত অপারেশন থিয়েটারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, 'আমার চাকরির বয়স যখন দুই বছর তখন থেকে আমি আহ্ছানিয়া মিশনকে চিনি। প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের সঙ্গে আমার পরিচয় ৩০ বছর আগে থেকে। তিনি তখন অনেক তরুণ ছিলেন। এ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে তার বন্ধুবান্ধব যেভাবে তৎপর, তাতে তারা প্রশংসার দাবিদার। তারা আমার কাছে দীর্ঘদিন সহায়তা চেয়ে আসছেন। আমি তাদের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছি।' মুহিত বলেন, 'আমার দেশে ক্যান্সার যে কত বড় অসুখ, সেটা বলে বোঝানো যাবে না।' তিনি বলেন, 'আমার বন্ধু সাংবাদিক আলতাফ মাহমুদ ক্যান্সারে মারা গেছেন। তাকে অনেক রক্ত দিতে হয়েছে দেখেছি। এছাড়া আমার মা-ও ক্যান্সারে মারা গেছেন। যার যায় সে বোঝে, এটা কী কষ্টের!' তিনি বলেন, 'আহ্ছানিয়া মিশন মানুষের সেবায় দিনকে দিন আরও বড় প্রকল্প নিচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির সব কাজ মানুষের সেবার জন্য। আমি তাদের আবারও ধন্যবাদ জানাই।'

মন্ত্রী বলেন, আমার চাকরির বয়স যখন দুই বছর তখন থেকে আমি আহ্ছানিয়া মিশনকে চিনি। প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের সঙ্গে আমার পরিচয় ৩০ বছর আগে থেকে। তিনি তখন অনেক তরুণ ছিলেন। এ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে তার বন্ধুবান্ধব যেভাবে তৎপর, তাতে তারা প্রশংসার দাবিদার।

সভাপতির বক্তব্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম বলেন, 'আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত অপারেশন থিয়েটার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসার জন্য অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন ও হাসপাতালের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।' সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য সাহারা খাতুন বলেন, 'আমাদের সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে অর্থমন্ত্রী যে সহায়তা করেছেন, তাতে আমরা আন্তরিকভাবে তাকে ধন্যবাদ জানাই। ২০১৪ সালের ৯ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছিলেন আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল। এখানে ক্যান্সারের চিকিৎসা হয়; অনেক গরিব মানুষ চিকিৎসা পায়। আমি অনেক সময় তাদের এই ক্যান্সার হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার এলাকার মানুষের জন্য সহায়তা চেয়েছি। তারা আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।'

শুভেচ্ছা বক্তব্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মাহমুদুল হাসান বলেন, 'আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট ও বিশ্বমানের। হাসপাতালটি নো লস নো প্রফিট হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। এখানে ৩০ শতাংশ ফ্রি চিকিৎসা দেওয়া হয়।'

মানসম্মত শিক্ষা প্রসারে সমন্বিত উদ্যোগ

চিন্ময় মুৎসুদ্দী

বুঝতে হবে একইসঙ্গে শিক্ষার্থীর জীবনযাপনের অন্যান্য অনুষঙ্গ যেমন নৈতিকতা, সহমর্মিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার বিষয়ে তার দক্ষতা অর্জন হয়েছে কিনা

শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ের শুভ পরিবর্তনের মূলে রয়েছে শিক্ষানীতি প্রণয়ন, বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের বই দেওয়া, প্রায় সব শিশুকে স্কুলমুখী করানো, মাধ্যমিক পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের সমতা অর্জন, উপবৃত্তি প্রদান, শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি। বিষয়গুলো আরেকটু বিস্তারিতভাবে দেখা যাক।

সরকারের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্কুলে যাওয়া বয়সি শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে আনয়ন, বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ, স্কুলে স্কুলে মিড ডে মিল চালু করা, মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ এবং শিক্ষা সহায়তা উপবৃত্তি প্রদান, সব শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা বৃত্তি প্রদান, পর্যায়ক্রমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ করা এবং আইটিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনসহ শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিতকরণ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের হাতে মাতৃভাষায় পাঠ্যবই দেওয়া, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্রেইল বই সরবরাহ করা, 'দি আইসিটি ইন এডুকেশন মাস্টার প্ল্যান' প্রণয়ন, ই-বুক আকারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের সব পাঠ্যপুস্তক (www.nctb.gov.bd) পাওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দের ব্যাপার। পাশাপাশি প্রাথমিকে শতভাগ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে বছরের প্রথম দিন শিশুদের হাতে বিনামূল্যের পাঠ্যবই তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে সারা দেশে পালন করা হয় পাঠ্যবই উৎসব। স্কুল, মডেল স্কুল, কলেজ, স্নাতকোত্তর কলেজ, সরকারি বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা ও মডেল মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। আর পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয় নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ; সিডর-সাইক্লোন শেল্টার, অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, নতুনভাবে পিটিআই এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

> বিশেষজ্ঞরা বলছেন শিক্ষার মানের মাপকাঠি হচ্ছে শিক্ষার্থীরা যেখানে পড়ে, তার পরিবেশ কি মানসম্মত, যে সিলেবাসে পড়ে সেটা কি মানসম্মত, শিক্ষক কি মানসম্মত পড়াচ্ছেন? তারা মনে করেন পরীক্ষা পাসের ফলাফল দিয়ে শিক্ষার মান নির্ধারণ করার প্রচলিত ধারণা সঠিক নয়।

মানসম্মত শিক্ষার লক্ষ্যে সরকারের সাথে সমন্বিত উদ্যোগে এনজিওগুলো সম্পৃক্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দীর্ঘদিন ধরেই এ উদ্যোগের অংশীদার। বিভিন্ন প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মিশনের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অ-পরিবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতা অর্জনের শিক্ষা প্রসারে মিশনের সাম্প্রতিক কর্মপ্রক্রিয়া বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ অতিক্রমে সামনের সারিতে রয়েছে।

এসব পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে অনেক অর্জন সাধিত হয়েছে এটা ঠিক। এসব অর্জন মুলত উপরকাঠামোতে। তবে দৃশ্যমান অর্জনগুলো আবার ক্রমাগত ঝুঁকির মুখেও রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, যে কোনো অর্জনের সঙ্গে কিছু চ্যালেঞ্জ থাকে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও অর্জনের সঙ্গে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষা হওয়ার কারণে শিক্ষা ক্রমাগত পণ্য ও ব্যয়বহুল হয়ে যাওয়া; বিনিয়োগ না বাড়ানো; দক্ষ শিক্ষকের অভাব; শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি হলো সেইসব চ্যালেঞ্জের কয়েকটি। শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য এসব চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতেই হবে। প্রত্যাশিত মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য প্রয়োজন ভেতর কাঠামোর পরিবর্তন। আর সেজন্য আমাদের আরো অনেকটা পথ যেতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিক্ষার মানের মাপকাঠি হচ্ছে শিক্ষার্থীরা যেখানে পড়ে, তার পরিবেশ কি মানসম্মত, যে সিলেবাসে পড়ে সেটা কি মানসম্মত, শিক্ষক কি মানসম্মত পড়াচ্ছেন? তারা মনে করেন, পরীক্ষা পাসের ফলাফল দিয়ে শিক্ষার মান নির্ধারণ করার প্রচলিত ধারণা সঠিক নয়। বুঝতে হবে একইসঙ্গে শিক্ষার্থীর জীবনযাপনের অন্যান্য অনুষঙ্গ যেমন নৈতিকতা, সহমর্মিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার বিষয়ে তার দক্ষতা অর্জন হয়েছে কিনা।

এই পরিবর্তনের লক্ষ্যে শিশুর পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশ ও মানসম্মত শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিশুর কোমল প্রবৃত্তির বিকাশ হওয়ার সুযোগ তৈরি করার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জাতীয় পাঠক্রমকে ভিত্তি করে চারটি অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে মূল্যায়ন করছে।

আমরা জানি অক্ষরজ্ঞান মানুষকে লিখতে পড়তে শেখালেও শিক্ষিত করে তুলতে পারে না।

সাম্প্রতিক সময়ে দেশে সামাজিক অসংগতি, দুর্নীতি, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ক্রমশ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে মানুষকে বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায়কে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা জরুরি।

আর সমাজে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় আরো ব্যাপক ভূমিকা পালনের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তাই তাদের শিক্ষা কর্মসূচিতে নৈতিক শিক্ষার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে সম্প্রতি গ্রহণ করেছে সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন নামে একটি নতুন প্রকল্প। এ প্রকল্পের কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হলো ব্যক্তিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নৈতিক ও মানবিকতাবোধ সম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণে সহায়তা করা। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে গুণগতমানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান সুনিশ্চিত করা।

শিশুর সামগ্রীক বিকাশ সাধনে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজন অর্জন উপযোগী যোগ্যতার পূর্ণ যাচাই

প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন অবুদ্ধিবৃত্তিয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতা পরিমাপ করে থাকে গাঠনিক মূল্যায়ন (Formative Assessment) প্রক্রিয়ায়। সহমর্মিতা, নৈতিকতা, পরমতসহিষ্ণুতা ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া- এ চারটি অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতা শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে থাকেন। পর্যবেক্ষণভিত্তিক এ মূল্যায়নটি তিন মাস পর পর করা হচ্ছে। মিশনের অভিজ্ঞতার আলোকে Non-Cognitive skills বা অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতা মূল্যায়নভিত্তিক এ প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন-

ছালেহা আকতার

উপলব্ধি, আবেগ, আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, অনুধাবন ইত্যাদি মানুষের অনুভূতিমূলক ও অবুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়। মানুষের এই অনুভূতিমূলক/অবুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত সহানুভূতি, মূল্যবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া, সহমর্মিতা, নৈতিকতা, দেশাত্মবোধ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার সাথে মিলেমিশে থাকা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ইত্যাদি সামাজিক ও অবুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়গুলোকে আমরা Non -Cognitive skills বা অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতা বলতে পারি। এ দক্ষতাগুলোই শিখনের অবুদ্ধিবৃত্তিয় ক্ষেত্র বা Affective Domain।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে–শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক ও অবুদ্ধিবৃত্তিয় বিকাশ সাধন করা এবং তাদের দেশাত্মবোধে, বিজ্ঞানমনস্কতায়, সৃজনশীলতায় ও উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৩টি উদ্দেশ্য ও ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে। এর আলোকে প্রণীত হয়েছে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক। শিশুর সামাজিক, মানসিক, অবুদ্ধিবৃত্তিয়, মনোপেশিজ ও বুদ্ধিবৃত্তিয়সহ সকল প্রকার বিকাশ সাধনে সহায়ক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পাঠ্যপুস্তকে। শ্রেণিকক্ষে এই পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করে শিশুকে পাঠদান করা হয়। এই পাঠ্যপুস্তকের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষার্থীর শিখনের মূল্যায়ন করা হয়। অথচ প্রচলিত এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণত বুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শিখনের যাচাই করা হচ্ছে। এখানে শিশুর সামাজিক ও অবুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়গুলোর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। এতে শিক্ষার্থীর শিখনের আংশিক যাচাই হচ্ছে অর্থাৎ যোগ্যতার আংশিক যাচাই হচ্ছে। অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিশুর অবুদ্ধিবৃত্তিয় উৎকর্ষতার বিকাশ যা মূল্যায়নের বাইরে রয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম চালু আছে কিন্তু মূল্যায়ন পদ্ধতি পুরোপুরি যোগ্যতাভিত্তিক নয়। বর্তমান মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় অবুদ্ধিবৃত্তিয় উৎকর্ষের মূল্যায়ন করা বা রেকর্ড রাখার তেমন কোনো সুযোগ নেই বললেই চলে। ফলে শিক্ষার্থীর এই যোগ্যতা অর্জনে কোথাও ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে কিনা তা বোঝার কোনো সুযোগ নেই। তাই শিক্ষকও এ বিষয়ে তেমন সহায়তা দিতে পারছেন না। যেহেতু মূল্যায়নে এ বিষয়টিকে

গুরুত্ব দেয়া হয় না তাই শিক্ষকেরও গুরুত্ব দেয়ার সুযোগ কম।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পাঠ উপস্থাপন আর শিক্ষার্থীর পাঠ বুঝে আত্মস্থ করার উপর নির্ভর করে ঐ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীর কী যোগ্যতা অর্জিত হবে। শিক্ষক পাঠের শিখন ফল বুঝে যখন পাঠ উপস্থাপন করেন তখনই ঐ পাঠ থেকে শিক্ষার্থী যথাযথ যোগ্যতাটি অর্জন করতে পারে। তাই শিক্ষক পাঠদানের সময় অবুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়গুলোতে উদ্বুদ্ধকরণে সহায়তা করতে পারেন। শিক্ষক পারেন শিক্ষার্থীর জ্ঞান এবং ব্যক্তিসত্তাকে বিকশিত করতে। অবুদ্ধিবৃত্তিয় বা Non-Cognitive skills গুলো মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত হলে শিক্ষক পাঠ উপস্থাপনে বিষয়টিতে অধিক গুরুত্ব দেয়ার সুযোগ পাবেন। এ কারণে বুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়ের পাশপাশি অবুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়ের উৎকর্ষের অর্থাৎ Non-Cognitive skills এর মূল্যায়ন প্রয়োজন।

শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতায় অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতাগুলো প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা ও পাঠ্যপুস্তকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উল্লেখ রয়েছে যা শিশুর অবুদ্ধিবৃত্তিয় বিকাশের সাথে সম্পর্কিত। তাই বিদ্যালয় থেকেই সহমর্মিতা, সহানুভূতি, মূল্যবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, নৈতিকতা, দেশাত্মবোধ, কর্তব্যনিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা ইত্যাদি বিষয়গুলো যাতে শিশুর মনে ও অনুভূতিতে জাগ্রত হয় এবং শিশুর আবেগ তৈরিতে সহায়ক হয় সে উদ্দেশ্যে এ বিষয়গুলো মূল্যায়নের আওতায় এনেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতাগুলো ছাড়া শিশুর পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশ যেমন সম্ভব নয় তেমনি মানসম্মত শিক্ষাও সম্ভব নয়। তাই শিশুর সুকোমল প্রবৃত্তিগুলো যাতে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় সে বিষয়গুলো বিবেচনা করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জাতীয় পাঠক্রমকে ভিত্তি করে চারটি অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে মূল্যায়ন করছে। নির্বাচিত চারটি

শিক্ষক পাঠদানের সময় অবুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়গুলোতে উদ্বুদ্ধকরণে সহায়তা করতে পারেন

শিখনের তিনটি ক্ষেত্র– বুদ্ধিবৃত্তিয়, অবুদ্ধিবৃত্তিয় ও মনোপেশিজ অন্তর্ভুক্ত। তাই শিশুর সামগ্রিক বিকাশ সাধনে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজন অর্জন উপযোগী যোগ্যতার পূর্ণ যাচাই। একটি শিশু ভালোভাবে পড়তে ও লিখতে পারলেই তাকে মানসম্মত শিক্ষা বলা যায় না। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজন বুদ্ধিবৃত্তিয় ক্ষেত্রের পাশাপাশি অবুদ্ধিবৃত্তিয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রকে মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত করা ও সমান গুরুত্ব দেয়া। শিশুর জ্ঞান, আবেগ, অনুভূতি, সামাজিক ও মনোপেশিজ দক্ষতার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটিয়ে একজন আদর্শ পরিপূর্ণ মানুষ তৈরিতে সহায়তা করার জন্য এই মনোপেশিজ ও অবুদ্ধিবৃত্তিয় ক্ষেত্রগুলো মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতা হলো:

- সহমর্মিতা
- নৈতিকতা
- পরমতসহিষ্ণুতা
- আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া

এ চারটি দক্ষতা বাংলা, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ের পাঠগুলোতে গল্পাকারে আছে। এ সকল গল্প/পাঠ/অধ্যায় থেকে শিক্ষার্থীরা মানবিক গুণাবলী কতটুকু অর্জন করতে পারছে এবং বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করতে পারছে কি না তা মূল্যায়ন করা আবশ্যক।

এ ছাড়া শ্রেণিকক্ষে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় দলীয় কাজের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা, অন্যের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া, বড়দের সম্মান, ছোটদের স্নেহ করা, দলনেতার নেতৃত্ব প্রদান ইত্যাদি বিষয়গুলো শিক্ষক নিশ্চিত করে থাকেন। প্রজেক্ট, পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ, অনুসন্ধান, মাঠপরিদর্শন ইত্যাদি কৌশলগুলোতে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুর সামাজিক ও অবুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়গুলোকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। তাই এ কাজগুলো বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শিক্ষক বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদেরকে কতটুকু বুঝাতে পারছেন এবং শিক্ষার্থী কতটুকু গ্রহণ করতে পারছে তা না দেখলে বা গুরুত্ব না দিলে একজন শিশুর ভালো মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠায় অসম্পূর্ণতা রয়ে যাবে।

অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতার মূল্যায়ন কৌশল

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন অবুদ্ধিবৃত্তিয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতা পরিমাপ করে থাকে গাঠনিক মূল্যায়ন (Formative Assessment) প্রক্রিয়ায়। অর্থাৎ শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কাজ চলাকালীন বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে যেমন: পর্যবেক্ষণ, মাঠপরিদর্শন, প্রজেক্ট ওয়ার্ক, গ্রুপ ওয়ার্ক, এসাইনমেন্ট, হাতে কলমে কাজ করা ইত্যাদি কৌশলের মাধ্যমে অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের যোগ্যতাসমূহ পরিমাপ করা হয়। সহমর্মিতা, নৈতিকতা, পরমতসহিষ্ণুতা ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া– এ চারটি অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতা শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে থাকেন। পর্যবেক্ষণভিত্তিক এ মূল্যায়নটি তিন মাস পর পর অর্থাৎ কোয়ার্টারলি করা হচ্ছে।

শিক্ষক তিন মাস ক্লাসরুমে প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে চারটি অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতার বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করেন। তিন মাস পর পর শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণিক ও সামাজিক দক্ষতাগুলোতে কী পরিবর্তন হচ্ছে তা ফরম্যাটে উল্লেখিত ইনডিকেটর বা বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে সে অনুযায়ী গ্রেডিং করে ফরমেট নং ০২ পূরণ করেন। ফরম্যাট নং ০২ পূরণ করার পর ফলাফল ছক ফরম্যাট নং -০৩ পূরণ করা হয়। দেখা যায় পর্যবেক্ষণ চলাকালীন সময়ের প্রথম মাসে শিক্ষার্থী কোনো একটি দক্ষতায় নেতিবাচক আচরণ করছে, কিন্তু ধীরে ধীরে তৃতীয় মাসে এসে দেখা গেল শিক্ষকের সহায়তায় বা সহপাঠীদের দেখে তার আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে এবং অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে ।

পর্যবেক্ষণ চলাকালীন সময়ের (তিন মাস) মধ্যে কোনো শিক্ষার্থীকে এককভাবে বা দলীয়ভাবে সহায়তা/মটিভেশন দেয়ার প্রয়োজন মনে করলে শিক্ষক ক্লাসরুমে দলীয় কাজের সময়,

খেলাধুলার সময়, অনুষ্ঠান আয়োজনের সময়, শরীরচর্চা বা সমবেত কাজের সময় প্রয়োজন অনুযায়ী উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। এভাবে দেখা যায় ধীরে ধীরে তৃতীয় মাসে শিক্ষার্থীর ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতাগুলোতে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও মূল্যায়ন বাস্তবায়ন

সহমর্মিতা, নৈতিকতা, পরমতসহিষ্ণুতা ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া– এ চারটি অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতায় শিক্ষার্থীর আচরণিক পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক মূলত দুই ধরণের কাজ বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করছেন। একটি পাঠ্যবইভিত্তিক কাজ আর অন্যটি ক্লাস রুটিন অনুযায়ী ক্লাসরুমের বাইরের ও ভিতরের কাজ। মিশন ইউনিক স্কুলে শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন পড়া লেখার বাইরে ক্লাস রুটিন অনুযায়ী অনেকগুলো কাজ করতে হয়। এ সকল কাজ এবং শিখন-শিক্ষণ কৌশল শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও অবুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়ে বিকশিত হতে অনেকাংশে সহায়তা করে। শিক্ষক যে সকল কাজে সম্পৃক্ত করিয়ে শিক্ষার্থীদের অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করছেন ও পর্যবেক্ষণ করছেন তা হলো–

- এনসিটিবি নির্ধারিত শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়ের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা অবুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়গুলো কতটুকু আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছে তা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাকে ভিত্তি করে প্রশ্নপত্র তৈরি করে মূল্যায়ন করা হচ্ছে।
- শোনা বলা পড়া লেখা এ ৪টি দক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রশ্নপত্রে লিখিত, মৌখিক ও পর্যবেক্ষণমূলক– এই তিন ধরনের প্রশ্ন করে মূল্যায়ন নেয়া হচ্ছে।

শিক্ষার্থীরা পূর্বের তুলনায় সুশৃঙ্খল হয়েছে

- লিখিত ও মৌখিক মূল্যায়নের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতাগুলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয় এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়।
- শিক্ষক কার্যকর শিখন- শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে Non-Cognitive skills গুলো সংশ্লিষ্ট পাঠ উপস্থাপনে গুরুত্ব সহকারে শিক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরেন।
- অবুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়সংশ্লিষ্ট পাঠগুলোকে কেন্দ্র করে শিক্ষক কিছু কাজ নির্বাচন করে শিক্ষার্থীদের করিয়ে থাকেন। এ কাজগুলো শিক্ষার্থীকে পাঠের মূল শিখনটি অনুধাবন করতে সহায়তা করে। যাতে সে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারে।
- মাল্টিগ্রেড শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় দলীয় কাজের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা, অন্যের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া, বড়দের সম্মান, ছোটদের স্নেহ করা, এবং দলনেতার নেতৃত্বের বিষয়গুলো নিশ্চিত করা।
- মাল্টিগ্রেড শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রজেক্ট, পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ, অনুসন্ধান, মাঠপরিদর্শন, যেমন খুশি খেলাধুলা, সমবেত কাজ (বিষয়ভিত্তিক) ইত্যাদি কৌশলগুলোতে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুর সামাজিক ও অবুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়গুলোতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।
- প্রতি বৃহস্পতিবার রুটিন অনুযায়ী গান করা, গল্প বলা, গল্প পড়া, গল্প শোনা ও আলোচনা করা, সৃজনশীল লেখা, চারুর কাজ করা, কারুর কাজ করা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা করা, কুইজ খেলা ইত্যাদি কৌশলগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর

অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতা মূল্যায়ন অভিজ্ঞতা

এ মূল্যায়ন কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের ফলে মাঠপর্যায়ের কিছু অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হলো–

- মূল্যায়নের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের পরমতসহিষ্ণুতায় বেশি অগ্রগতি হয়েছে।
- আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ায় শিক্ষার্থীদের আগ্রগতি তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম।
- শিক্ষক পাঠদানের সময় পাঠের শিখনফল বুঝে পাঠ উপস্থাপন করানোর ফলে অবুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়গুলোতে উদ্বুদ্ধ করা সহজ হয়েছে।
- অভিনয় করার পর সহজেই শিক্ষার্থীরা মতামত প্রকাশ করতে পেরেছে।
- কোন বিষয়টি কেন ভালো কেন খারাপ সহজে পার্থক্য অনুধাবন করতে পেরেছে শিক্ষার্থীরা ।
- শিক্ষার্থীরা পূর্বের তুলনায় সুশৃঙ্খল হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের কথা বলার ধরনে পরিবর্তন এসেছে অর্থাৎ সকল সময় চিৎকার করে বা উত্তেজিত হয়ে কথা কম বলে।
- আগে কেউ অন্যায় করলে প্রথমেই শিক্ষকের কাছে সাথে সাথে বিচার দিত। এখন নিজেরা অন্যকে আগে বুঝায়। অভিযোগ কম করে।
- নিজেরা নিজেদের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে।
- শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুমে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় দলীয় কাজের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা, অন্যের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া, বড়দের সম্মান, ছোটদের স্নেহ করা- এ বিষয়গুলোতে নিজেদের আচরণিক দুর্বলতাগুলো অনেকাংশে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে এবং ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে শিক্ষকের সহযোগিতায় ।
- ক্লাসরুমের বাইরে শিক্ষার্থীরা মাঠ পরিদর্শন, গৃহ পরিদর্শন, খেলার বিরতিতে বিভিন্ন খেলা, বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন ইত্যাদি কাজ করতে গিয়ে অবুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়গুলোতে কিছুটা প্রভাব পড়েছে এবং এই কাজগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষকের মতামত

- **জেসমিন আকতার, শিক্ষক, আলোর পথে ইউনিক স্কুল, মিরপুর, ঢাকা**
  নিজেরই আগে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার ছিল না। শিক্ষার্থীদের প্রতি এখন নজর বেশি দিচ্ছি। প্রতিদিন কিছু ভালো কাজের কথা, ভালো আচরণের কথা বলাই হয়। আগে এত বেশি গুরুত্ব দিয়ে বলতাম না। শিক্ষার্থীরা শুনলে শুনত না শুনলে তেমন গুরুত্ব দিয়ে বুঝাতাম না। কিন্তু এখন গুরুত্ব দিয়ে বুঝাই যেন শিক্ষার্থীরা কথাগুলো শোনে এবং মানে। এখন নিয়মিত বিষয়গুলো মাথায় নিয়ে ক্লাসে কাজ করছি।
- **রেহানা আকতার, শিক্ষক, অনির্বাণ ইউনিক স্কুল, মিরপুর, ঢাকা**
  এই অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতাগুলোতে তেমন একটা সচেতন করা হতো না। এটি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। কারণ শিক্ষার্থীরা নিজেদের সংশোধন করার চেষ্টা করছে।
- **খাদিজা আকতার, শিক্ষক, চৈতালমারি দক্ষিণ ইউনিক স্কুল, ময়মনসিংহ**
  আগে পাঠ্যবইয়ের পাঠে থাকলেও তেমন গুরুত্ব দেয়া হতো না। এখন নিয়মিত বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানো হয় ।
  আগে অভিভাবকরা শিক্ষিত মানে লেখাপড়া করা এটাই বুঝতেন। এখন চারিত্রিক গুণের দিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।

শিক্ষার্থীদের (পরিবর্তন) মতামত

- দাঁত মাজি প্রতিদিন। স্কুলে আসি প্রতিদিন।
- বৃদ্ধ একজনকে রাস্তা পার করে দিয়েছি।
- রাস্তায় ২০ টাকা পেয়ে মসজিদে জমা দিয়েছি।
- মা বাবাকে তুই করে বলতাম। এখন তুমি করে বলি।
- রাস্তায় পানি জমে ছিল, ইট দিয়ে দিয়েছি।
- ভ্যান থেকে জিনিস পড়ে গিয়ে ছিল তা তুলে ফেরত দিয়েছি।
- চাচিকে পান কিনে এনে দিয়েছি।

অভিভাবকের মতামত

- শুধু লেখাপড়া করলে শিক্ষিত হইবো না। মানুষ হন লাগবো। ভালোভাবে কথা বলা লাগবো। বড়-ছোট মান্য করা লাগবো। মা-বাবার কথা শুনা লাগবো।
- আদব কায়দা না জানলে শিক্ষার কোনো মূল্য নাই।
- আচার-ব্যবহার দেইখা মানুষ বুঝে ছেলেটা ভালো, মেয়েটা ভালো।
- এখন বাড়িতে কাজ করতে বললে কাজ করে। কথা শুনে।

মো. শামসুদ্দিন, এলআরসি সভাপতি
চৈতালমারি দক্ষিণ ইউনিক স্কুল ময়মনসিংহ
শিক্ষার্থীদের আচার আচরণে তফাত চোখে পড়ছে। শিক্ষার আগে আচার ব্যবহার শেখানো উচিত ও সুন্দর হওয়া উচিত। আহ্ছানিয়া মিশন এ উদ্যোগটা নিয়া খুব ভালো করেছে।

সৃজনশীল ও অবুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়গুলোকে উদ্বুদ্ধ করা হয় ।

- সাধারণত আমরা দেখতে পাই বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বেশিরভাগ স্কুল বন্ধ থাকে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বই পড়ে ও শুনে এ দিবসগুলো সম্পর্কে জেনে থাকে। আর ইউনিক-২ প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতিটি শিশু শিখন কেন্দ্রে এ সকল দিবস শিক্ষক, অভিভাবক ও এলাকাবাসীর সহযোগিতায় উদ্‌যাপন করে থাকে। এর ফলে শিক্ষক যেমন পাঠ উপস্থাপনে ও শ্রেণি পরিচালনায় বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দিতে পারছেন, তেমনি ক্লাসরুমের বাইরে অভিভাবক ও কমিউনিটিকেও এ বিষয়গুলোতে সম্পৃক্ত করতে পারছেন। এ কাজগুলোতে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততার বিষয়ে শিক্ষার্থীর আচরনিক পরিবর্তন শিক্ষক লক্ষ্য করেন।
- শিক্ষক উল্লেখিত কাজগুলোর মাধ্যমে শিশুর অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতাগুলোতে কী পরিবর্তন হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লার্নার প্রোফাইলে উল্লেখিত ইনডিকেটর অনুযায়ী গ্রেডিং করে থাকেন।
- লার্নার প্রোফাইলে উল্লেখিত ইনডিকেটর অনুযায়ী অবেগিক দক্ষতাগুলোতে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি বা অবস্থান বা আচরণিক পরিবর্তন কতটুক হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গ্রেড-'ক' ভালো, গ্রেড-'খ' মোটামুটি, গ্রেড-'গ' সন্তোষজনক নয় এভাবে গ্রেডিং করে থাকেন। গ্রেডিং এর মাধ্যমে শিক্ষক সহজেই বুঝতে পারেন তিনি কোন শিক্ষার্থীকে আরেকটু সহায়তা দেবেন বা তার পরিবারের সাথে কথা বলার প্রয়োজন আছে কিনা তা তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। একজন শিক্ষার্থীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণিক পরিবর্তন আনার বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে এটি শিক্ষককে সহায়তা করে। এই Non -Cognitive skill গুলো মূল্যায়নের আওতায় আনার ফলেই শিক্ষক তার পরিবারের সাথে কথা বলতে পারছেন। পরিবারকে সহায়তা দিতে পারছেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়ের পাশাপাশি অবুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়গুলো মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য Non-Cognitive skills বা অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতা মূল্যায়ন কার্যক্রমটি পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করেছে ২০১৬ সালে। পরীক্ষামূলক ভাবে পরিচালিত এ কার্যক্রমটি শহর ও গ্রাম অঞ্চলের ১০টি ইউনিক স্কুলে নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। শহর অঞ্চলের মধ্যে ঢাকায় ৫টি ইউনিক স্কুলে এবং গ্রাম অঞ্চলের মধ্যে ময়মনসিংহে ৫টি ইউনিক স্কুলে বাস্তবায়িত হয়। পরবর্তীতে ১৮৫০টি ইউনিক স্কুলে এ অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতা মূল্যায়ন কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হয়।

আমরা জানি একজন শিশু শেখে তার পরিবার থেকে, বিদ্যালয় থেকে এবং সমাজ থেকে। তাই এই সামাজিক ও অবুদ্ধিবৃত্তিয় দক্ষতাগুলো (Non-Cognitive skills) মূল্যায়নের আওতায় এনে মিশন একটি সুষ্ঠু সমাজ গঠনের বীজ বপন করে আগামী দিনের নতুন ভবিষ্যৎ রচনার সূচনা করল।

এভাবে আমরা শিক্ষার্থীদেরকে এ সকল অবুদ্ধিবৃত্তিয় ও সামাজিক বিষয়গুলোতে চর্চা করালে ধীরে ধীরে বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্থায়ী হবে।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও মতামত জানতে পেরেছি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউনিক-২ প্রকল্পে মাল্টিগ্রেড শিখন শিক্ষণ পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় বুদ্ধিবৃত্তিয় ক্ষেত্রের পাশাপাশি অবুদ্ধিবৃত্তিয় ও মনোপেশিজ শিখন ক্ষেত্র বা Learning Domain কে মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত করে ও সমান গুরুত্ব দিয়ে যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন বাস্তবায়ন করছে যা মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রয়াস।

***ছালেহা আকতার**, কোঅর্ডিনেটর, বেসিক এডুকেশন ইউনিক-২ প্রকল্প, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন*

টেকসই উন্নয়নের জন্য নৈতিক শিক্ষা

মাছুম বিল্লাহ

ভূমিকা

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনারে জনপ্রিয় কথাশিল্পী অনিসুল হক– যিনি নিজেই একজন আর্কিটেক্ট– একবার বলেছিলেন যে, বুয়েটের কোনো এক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল চাকরি জীবনে তাদের মধ্যে কে কে ঘুষ খাবে। উত্তরে ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী হাসতে হাসতে হাত তুলে বলেছিল যে, তারা ঘুষ খাবে। ৩-৪ শতাংশ ইতস্তত করছিল যে, ঘুষ খেতেও পারে , আবার নাও খেতে পারে। বুঝা যাচ্ছে সুযোগ পেলে তারাও ঘুষ খাবে। ধরে নেয়া হয় যে, দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরাই বুয়েটে পড়ার সুযোগ পায়। সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীরাই যদি ঘুষ নেওয়ার মতো গর্হিত একটি কাজকে স্বাভাবিক মনে করে, কোনো ধরনের অপরাধ মনে করেনা তাহলে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে আমরা তাদের কী শিক্ষা দিচ্ছি।

মানবজীবনের উন্নয়নে ও মানবকল্যাণের সকল বিষয়ের প্রধান নির্ণায়ক হলো নৈতিকতা। নৈতিকতার অভাবে শিক্ষক সঠিকভাবে শিক্ষাদান করেন না, অফিসের কাজ ঠিকমতো হয় না, মানবসেবা হয় না, অন্যের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া হয় না, মানুষকে পদে পদে হয়রানি করা হয়, ঠকানো হয়, ধোঁকা দেওয়া হয়। মানুষ কোথায় শিখবে এই নৈতিকতা?

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে বড় পার্থক্য হলো মানুষ নৈতিকতাসম্পন্ন জীব, অন্য প্রাণী তা নয়। ন্যায় আর সত্যের পথ অনুসরণ করে অন্যের ক্ষতি না করে যতটুকু সম্ভব উপকার করা, অপরের কল্যাণ করা প্রতিটি নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষের কাজ। প্রতিটি ধর্মেই তাই নৈতিকতার কথা বলা হয়েছে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। কারণ নৈতিকতাবিহীন মানুষ ধর্মীয় কাজ করে কী করবেন? শুধু শারীরিক প্রাকটিস? নৈতিকতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সততা, মহত্ত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, আদর্শবাদিতা। লোভ-লালসা, সীমাহীন উচ্চাভিলাষ, বিবেচনাহীন জৈবিক কামনা মানুষকে অসৎ পথে পরিচালিত করে। ফলে সমাজ ও দেশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

আমরা দেশের বড় বড় সিটির দিকে তাকালেই দেখতে পাই সুবিশাল অট্টালিকা, মনে হয় যেন দেশ আগাচ্ছে হু হু করে। কিন্তু সামাজিক মূল্যবোধ যে অবক্ষয়ের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে তা যদিও চোখে দেখা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়, আর তার ফলে যা হয় আমরা তা প্রত্যক্ষও করছি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে, কিন্তু বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছি কম। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি– এটি নৈতিকতার অবক্ষয়েরই প্রমাণ। দেশের বৈষয়িক উন্নতির সাথে নৈতিকতার অধঃপতন নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কয়েক যুগ আগে যেসব অপরাধের কথা চিন্তা করা যেত না এখন সেধরনের অপরাধ সমাজে সংঘটিত হচ্ছে দেদারছে।

সমাজের কিছু খণ্ডচিত্র

'বিমানের ক্যাডেট পাইলট নিয়োগ, বাছাই পর্যায়েই ঘুষ বাণিজ্য' (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, দৈনিক যুগান্তর)। এবার বাংলাদেশ বিমানে ক্যাডেট পাইলট নিয়োগ পরীক্ষাকে সামনে রেখে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রার্থী যাচাই-বাছাই পর্যায়েই 'ঘুষ বাণিজ্য' হয়েছে বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের। এক্ষেত্রে চূড়ান্ত তালিকায় নাম উঠাতে অনেক পরীক্ষার্থীকে ৫ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত গুনতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঘুষ না দেয়ায় প্রার্থী তালিকা থেক ২১ জন বাদ পড়েছে।'

কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট কর্তৃক গ্লোবাল ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স ২০১৬-এ বলা হয়েছে, বাংলাদেশের তরুণদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়। কর্মসংস্থান ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রের সর্বত্রই আশাহীন পরিস্থিতি। এরই মধ্যে এক কোটির বেশি তরুণ কোনো কাজ বা শিক্ষার মধ্যে নেই। কাজেই অচিরেই মানবিক ও দায়িত্বশীল পদক্ষেপ না নিলে যে কোনো বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটার আশংকা উড়িয়ে দেওয়া যায়না।

সাম্প্রতিককালে পরিচালিত সব সরকারি-বেসরকারি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, সার্টিফিকেটধারীদের ৯০ ভাগেরই অর্জিত জ্ঞান কাঙ্ক্ষিত মানের অনেক নিচে। প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় পাল্লা দিয়ে প্রাইমারি থেকেই শিশুদের দুর্নীতি আর দলবাজিতে অভ্যস্ত করে তুলছে। এসব তুঘলকি কারবারের পরিণাম ভয়াবহ হতে বাধ্য। সুশাসন ও জবাবদিহিতার অভাব এবং নৈতিকতাবিবর্জিত সমাজেই এ ধরনের সংকট দেখা দেয়। শিক্ষার মান যাই হোক না কেন পাসের হার একশভাগ ছুঁই ছুঁই প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষায়। মাউশি, এনসিটিবি, নায়েম, এনটিআরসিএ, বিভিন্ন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ দুর্নীতিবাজ ও অযোগ্য শিক্ষক কর্মকর্তায় ভরে গেছে, যারা ভাল তারা কোণঠাসা। প্রায় সবাই জড়িয়ে পড়ছেন ভয়ংকর অপরাধের সঙ্গে। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পাবলিক পরীক্ষা, ভর্তি পরীক্ষা ও নিয়োগ পরীক্ষার

শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করার জন্য খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এবং ছবির মাধ্যমে শিখণ-শেখানো কার্যকরী করতে হবে

প্রশ্নপত্র সংবাদপত্রের মতো সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে। মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের চিত্রই সমাজ বহন করছে।

এক সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোচিং ছিল খুবই কম। কিন্তু প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা চালুর পর শিশুশিক্ষায় ব্যাপকহারে বেড়েছে কোচিং। বছর দু'এক আগের গণসাক্ষরতা অভিযানের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য দেশের ৮৬.০৩ শতাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কোচিং করতে হয়েছে। আর ৭৮ শতাংশ বিদ্যালয়ে কোচিং ছিল বাধ্যতামূলক। প্রতিবেদনে আরও জানানো হয় যে, পাসের হার বাড়াতে খাতায় নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া, বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ নানা অনিয়ম হচ্ছে। পরীক্ষার হলে দেখাদেখি করে লেখা এবং উত্তরপত্র মেলানোর জন্য শেষের ৪০-৬০ মিনিট অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। প্রায় সব প্রতিষ্ঠানেই মাসিক অর্থ দিয়ে বাধ্যতামূলক কোচিং করতে হয়। আর অনেক প্রতিষ্ঠানে কোচিং না করলেও টাকা দিতে হয়।

বড় ভাইদের নামে দশ থেকে সতের-আঠার বছর বয়সী কিশোররা শহরে ও মফস্বলে পাড়ায় পাড়ায় গঠন করেছে গ্রুপ বা বাহিনী। তাদের কর্মকণ্ড দেখলে শিউরে উঠতে হয়। একটু কথা কাটাকাটির জের ধরেই মেরে ফেলছে গ্রুপ থেকে বহিষ্কৃত হওয়া পুরনো কোন বন্ধুকে। সেবন করছে মদ, গাঁজা, ফেনসিডিল, তাড়ি, হেরোইন। এরা পাড়ার মোড়ে মোড়ে বসে আড্ডা মারে, ইভটিজিং করে, সিগারেট ফোঁকে। এরাই নিজ পরিবার ও সমাজে অশান্তি ডেকে আনছে।

কাজ দেখানোর নয়, করার, তোষামোদ করার কিছু নেই সেখানে, শুধুই দেখানোর বিষয় নয়। কাজ প্রচারের নয়, কাজ ফল প্রদানের। কিন্তু ফাঁকা বুলি ও তোষামোদকারীরাই অফিস আদালতসহ সমাজের সর্বত্র বিরাজ করছে অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে। পৃথিবীর যত বড় বড় গবেষক, বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক, শিক্ষাবিদ তারা কিন্তু বেশিরভাগই অন্তর্মুখী চরিত্রের কারণ তারা যদি সবার সামনে শুধু দেখানোর জন্য বক বক করতেন তাহলে পৃথিবীতে এত আবিষ্কার, উদ্ভাবন এবং পরিবর্তন হতো না। এই প্রতিষ্ঠিত সত্যের পরেও কেউই অন্তর্মুখী চরিত্রের লোকদের কাজের লোক ভাবে না, ভাবে অকর্মণ্য। সময় অসময়ে তাদের সমালোচনা করা হয় এবং অনেক সময় টিজও করা হয় আর পুরস্কৃত করা হয় ভুয়াদের, এটিও সমাজের অবক্ষয়ের

পরিবারে মা-বাবার সঠিক নির্দেশনা পেলে একটি শিশু ছোট থেকেই ভালভাবে বেড়ে ওঠে

প্রমাণ এবং নৈতিকতা বিবর্জিত কাজ।

সম্ভাব্য কারণসমূহ

নিষ্ঠুর নগরায়ণের দোর্দণ্ড প্রতাপে সবুজ চত্বর, খেলার মাঠ শুধু সামাজিক চারণক্ষেত্র থেকে নয় বরং কিন্ডারগার্টেন, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পর্যন্ত হারিয়ে যেতে বসেছে। অবাধ আকাশ সংস্কৃতির নিষ্ঠুর করাল গ্রাসে পড়ে সুস্থ বিনোদনের অস্তিত্ব আজ খুঁজে পাওয়া দায়। কিশোর ও তরুণরা ভাল বই পড়ে না, ভাল সিনেমা দেখে না। বন্ধুত্বের যথার্থতা তারা যথার্থভাবে বোঝে না। পরিবার শিক্ষার বড় অঙ্গন। সেখান থেকে তারা এই শিক্ষা পায়নি। বাবা-মায়ের ব্যস্ততা, সন্তানদের প্রতি উদাসীনতা, কিংবা তাদের অনৈতিক উপায়ে অর্জিত অর্থ এসব কিশোরদের অনৈতিক কাজে উৎসাহ যোগায়। এর সাথে সমাজের অবক্ষয়, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসীদের লালন করা এ পরিস্থিতিতে ঘি ঢেলেছে। পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক অবস্থানের ওপর মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ নির্ভরশীল। মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছানির্ভর। আমরা নৈতিকতা আর মূল্যবোধকে এক করে সত্যিকারের নৈতিকতা থেকে দূরে সরে পাশ্চাত্যের সামাজিক মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরে নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে নৈতিক মূল শিক্ষা থেকে এক ধরনের বন্য জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ার মধ্যে সার্থকতা খুঁজছি।

বয়ঃসন্ধিকালে মানুষের আচরণ পরিবর্তিত হবে–এটাই স্বাভাবিক। তাই কিশোরদের সচেতন করার জন্য মা-বাবার অবিরত প্রচেষ্টা রাখতে হবে যা সে পর্যায়ে নেই। এই বয়সে বিদেশী চ্যানেলের কুচিত্রগুলো কিশোররা দেখে দেখে অনৈতিক ও অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে, সেখানে এক ধরনের রোমাঞ্চ অনুভব করে আর তাই কিশোর অপরাধ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে পড়ছে।

রাজনীতিতে পেশিশক্তির আধিক্য, অস্ত্রবাজ ও বল্গাহীনভাবে ফেইসবুক ব্যবহার, মোবাইল ফোনের আধিপত্য, ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের প্রভাব ও মা-বাবার কম নজরদারি কিশোরদের অপরাধপ্রবণতায় জড়িয়ে পড়তে সাহায্য করছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকালে আমরা কী দেখতে পাই? অস্ত্র হাতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একে অপরকে ধাওয়া করছে। এগুলোর প্রভাব পড়ছে আমাদের কিশোরদের ওপর।

২০১৫ সালের এডুকেশন ওয়াচের প্রতিবেদনে দেখা যায় ৮৮ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার নেই। ৪৫ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বর্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় না। ৭০ শতাংশ বিদ্যালয়ে স্কাউটিং হয় না। অনেকের বিপথে যাওয়ার যাত্রা এখান থেকেই শুরু হয়। ভয়ের শাসনের দাপট পরিবার থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত। ক্রসফায়ার, গুম, হত্যা ও নির্যাতনের রাষ্ট্রীয় চর্চারই নকল করে সন্ত্রাসীরা। একজন মানুষ, একজন কর্মকর্তা অবৈধ অর্থ কেন নেবেন না, বা অবৈধ অর্থ কেনো উপার্জন করবেন না সে বিষয়ে তার কোন শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ আছে কি? নেই। তার সারাজীবনের শিক্ষায় তিনি হয়তো এ বিষয়টি ভালভাবে পাননি। সবকিছুর মূলেই তো রয়েছে শিক্ষা। অবৈধ অর্থ না নেয়ার শিক্ষা সে কোথায় পাবে? আমরা মসজিদে যাই কিন্তু বাস্তবধর্মী কথাবার্তা খুব কমই হয় সেখানে। সেখানে পুরনো ইতিহাসের কথাই বেশি আলোচিত হয়। বাস্তব জগতের কথাবার্তা খুব কমই হয়। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের কোনো লেখাপড়া বা আলোচনা কি হয়? হয় না। ধর্মীয় বা নৈতিক শিক্ষা নামে একটি বিষয় বিদ্যালয়ে চালু আছে তা কতটা কার্যকরী?

কী করতে হবে/আমরা কী করতে পারি

ভাল শিক্ষক, ভাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি আমরা নিশ্চিত করতে না পারি, অল্প বয়সীরা কোথায় ভাল হওয়ার শিক্ষা পাবে, নৈতিকতার শিক্ষা পাবে, দেশ ও মানুষকে ভালবাসার শিক্ষা পাবে? আমরা জানি ভিক্টোরিয়ান যুগের শিক্ষা দর্শনে Spare the rod spoil the child নীতির প্রচলন ছিল। তখন মনে করা হতো কঠোর অনুশাসনের মধ্যে না রাখলে শিশু-কিশোররা পথভ্রষ্ট হয়, পড়াশুনায় অমনোযোগী

হয় এবং ভাল করে পাঠ আত্মস্থ করতে পারে না। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে শিক্ষা সম্পর্কে এ ধরনের কঠোর চিন্তাভাবনা দূর হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষককে Friend, philosopher and guide হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর পরম বন্ধু। শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করার জন্য খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং ছবির মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যকরী করতে হবে। একটি শিশুর বিকাশের সূতিকাগার হচ্ছে তার পরিবার। পরিবারে মা-বাবার সঠিক নির্দেশনা পেলে একটি শিশু ছোট থেকেই ভালভাবে বেড়ে ওঠে। আর পরিবারের মা-বাবা যদি শিশুর বিকাশকালে তার আবেগ, মন, আচরণ সম্পর্কে অপরিপক্ব থাকে, তাহলে সেই পরিবারে শিশুর বিপথগামিতার আশংকা থাকে বেশি। এছাড়া বাবা-মা বা পরিবারের অন্য সদস্যদের অসদাচরণ, মিথ্যাচার, দুর্নীতিপরায়ণতা, ভারসাম্যহীন ব্যবহার শিশু-কিশোরকে বিপথগামী করে তোলে।কাজেই পরিবার থেকেই শিশু-কিশোরদের নৈতিক শিক্ষা প্রদান শুরু করতে হবে বাস্তব জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে আর সে জন্য পরিবারের সদস্যদের সর্বত্রই নৈতিক আচরণ করতে হবে। কিশোরদের অপরাধপ্রবণতা রোধ করতে হলে তাদের স্নেহ ভালবাসার ডোরে বেঁধে রাখতে হবে। তাদের পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করতে হবে।

জীবনে একটি সৎবাক্য অনেক সময় একজন মানুষকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিতে পারে। পাবলিক প্লেসে, লাইব্রেরিতে সর্বত্রই সৎবাক্যগুলো লাগিয়ে রাখতে হবে তাহলে সেগুলোর ওপর মানুষের নজর পড়ে অনেকের মনের মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে।

শিল্পকলা, চিত্রকলা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্রভিত্তিক আন্দোলন জোরদার করে সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার মাঠ এবং লাইব্রেরি শিশু, কিশোর ও তরুণসমাজের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা, বিভিন্ন শিশু-কিশোর সংগঠন, শিশু একাডেমি ও শিল্পকলা একাডেমির বিভিন্ন সংস্কৃতি চর্চার নব নব দ্বার উন্মোচন করতে হবে। মুক্ত পরিবেশে ফুটবল, ক্রিকেট, হাডুডু, ব্যাডমিন্টন, মোরগ লড়াইসহ সব ধরনের খেলাধুলার সুযোগ দিতে হবে। স্কাউটিং ও গার্লগাইডসের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

গণমাধ্যমে যদি কিশোর ও যুবকদের সচেতন করার জন্য কোনো প্রামাণ্যচিত্র বা নাটকের

কিশোরদের অপরাধপ্রবণতা রোধ করতে হলে তাদের স্নেহ ভালবাসার ডোরে বেঁধে রাখতে হবে

মতো চমৎকার করে প্রোগ্রাম চালু করা হয় তাহলেও তারা অনেক কিছু শিখতে পারবে। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরপেক্ষ ও সচেতন ভূমিকা থাকতে হবে কিশোর অপরাধ দমনে।

দেখা যায় অজস্র সম্পদের মালিক চা পান করছেন দুধ চিনি ছাড়া। ভাত খাচ্ছেন শুধু সবজি দিয়ে, মাছ-মাংস খেতে পারছেন না, অথচ তার কয়েকটি বাড়ি আছে, দামী গাড়ি আছে। এইতো তার পাওনা। কিন্তু অজানা এক আকর্ষণ, অজানা এক মোহ তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় অজস্র সম্পদের মালিক হতে। এভাবে যারা মালিক হন তারা সমাজকে কিছু দিতে পারেন না, বরং সমাজের অনেককে ঠকিয়ে অনেককে ধোঁকা দিয়ে তাকে অর্জন করতে হয় এই বিপুল সম্পদ। এই বিষয়গুলোর আলোচনা শিক্ষার্থীদের মাঝে করতে হবে।

আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমাদের বলতেন, তোমরা যে পোশাকটি পরেছ হিসেব করে দেখ এর কত অংশ একেবারে সৎ অর্থ দিয়ে তৈরি, কত শতাংশ অন্য মানুষের বা আত্মীয় স্বজনের বা প্রতিবেশীর হক বঞ্চিত অর্থ দিয়ে তৈরি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমাদের এই হিসবে রাখতে হবে, তা না হলে এই শিক্ষিত হওয়ার কোনো মূল্য নেই, তুমি মানুষকে ঠকিয়ে কিভাবে নিজের আরাম আয়েশ বাড়ানো যায় সেটিই চিন্তা করবে। এ ধরনের শিক্ষা, এ ধরনের শিক্ষক, এ ধরনের আলোচনা শ্রেণিকক্ষে হতে হবে। এ ধরনের আলোচনা ছাড়া শিক্ষার্থীদের চিন্তা থাকবে সরকারি আমলা হয়ে কিভাবে সাধারণ মানুষের ওপর ছড়ি ঘোড়াবে, পুলিশে চাকরি করে কিভাবে মানুষকে ভয় পাইয়ে দেবে আর ইনকাম ট্যাক্সে চাকরি করে কিভাবে অজস্র সম্পদের মালিক হবে।

উপসংহার

শিক্ষা মানুষের দায়িত্ববোধকে এবং মানুষের মধ্যে ঘুমন্ত মানবতাকে জাগ্রত করে, আর তা না করতে পারলে সে শিক্ষার মূল্য কি? একটি বৃক্ষকে সত্যই সবল ও সুস্থ হয়ে বড় বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করতে হলে তার সকল পর্যায়ে পরিচর্যা প্রয়োজন। শুধু এর গোড়ায় কিংবা আগায় না, সর্বত্র দেখভালের প্রয়োজনীয়তা এজন্য জরুরি ও আবশ্যক। এর কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত, দুর্দশাগ্রস্ত হলে অপরাপর অংশে সংক্রমণের আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠবে এবং একসময় গোটা গাছটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা শিক্ষার্থীদের পাস করিয়ে সমাজে ছেড়ে দিচ্ছি তারা নিজ পরিবারকে, সমাজকে, মানুষকে কি দেবে তার কোন শিক্ষা দিচ্ছিনা। একজন মানুষ পাঁচজন মানুষের খাবার খেতে পারে না, একজন মানুষের শোবার জায়গা যতটুকু লাগে সবারই তাই। তাহলে তারা কোটি কোটি টাকা কেন অসদুপায়ে উপার্জন করছেন? পরবর্তী প্রজন্মের জন্য? যেসব সন্তান বাবা-মায়ের রেখে যাওয়া অজস্র রেডিমেড সম্পদ পায় তাদের ঐসব সম্পদের প্রতি কোনো মায়া থাকে না। তারা তা অপব্যয় করে। যদি তারা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয় তা হলে তো ভাল কথা আর তা না হলে তারা ঐ সম্পদের কারণে বিপথে যায়, সম্পদ অসৎ পথে ব্যয় করে। একজন সন্তানের জন্য কত জমি আর কয়টি বাড়ি দরকার? তার ভরণপোষণ ও চাহিদা কতটুকু? কিন্তু যারা ঘুষ খান তারাইতো দেখা যায় এক সন্তানের জন্য চার-পাঁচটি বাড়ি কিনেও ক্ষান্ত হন না, কিনতেই থাকেন। একইভাবে কিছু কিছু শিক্ষক আছেন প্রাইভেট পড়াতে পড়াতে পাগলপ্রায়। জমির পর জমি, ফ্ল্যাটের পর ফ্ল্যাট কিনছেন তো কিনছেন, কার জন্য কিসের জন্য তার কোনো হিসেব নেই, পরিকল্পনা নেই। কেন এই অপরিসীম চাহিদা যা সমাজকে ইমব্যালান্সড করছে? সমাজে অস্থিরতা বাড়াচ্ছে? আমরা যাই করি সবকিছুর ঠিকানা তো একটিই, আর সেটি হচ্ছে 'লিডিং টু গ্রেভ'। এই কঠিন সত্যকে কেউ এড়াতে পারে না, কিন্তু প্রয়োজন উপলব্ধির।

***মাছুম বিল্লাহ**, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচিতে কর্মরত সাবেক ক্যাডেট কলেজ, রাজউক কলেজ ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক*

** ৬ মার্চ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত*

বিদ্যালয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ

২০১৭ সালের এডুকেশন ওয়াচ গবেষণা প্রতিবেদন বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। এই প্রতিবেদনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল: আমাদের স্কুল শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধের স্বরূপ সন্ধান। ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অব এডুকেশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্টের ইমেরিটাস প্রফেসর ও বিশিষ্ট শিক্ষাভাবুক ড. মনজুর আহমেদ-এর নেতৃত্বে নয়জন তরুণ গবেষক এই ভিন্নমাত্রিক গবেষণা সম্পন্ন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন। প্রতিবেদনের সুপারিশমালা এখানে মুদ্রণ করা হলো শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সুদৃষ্টি প্রত্যাশায়।

সুপারিশমালা

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে নৈতিক-মূল্যবোধের অবস্থার স্বরূপ উন্মোচন, সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ, নৈতিক-মূল্যবোধ শিক্ষার বাধাবিপত্তি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা অর্জন এবং এক্ষেত্রে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা বিবেচনা করা। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে একগুচ্ছ বাস্তবসম্মত ও কার্যোপযোগী সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেদনের তথ্য বিশ্লেষণে ব্যবহৃত চারটি শিরোনামের অধীনে সুপারিশগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে এগুলোকে পুরোপুরি কোনো সুনির্দিষ্ট শিরোনামে শ্রেণিভুক্ত করা যাবে না। কারণ, প্রতিটি সুপারিশ সমস্যার বিভিন্ন দিকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রাসঙ্গিক। বিদ্যালয়ে নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষাকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা আবার বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।

শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া

১. সক্রিয় ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষণ-শিখন প্রয়োজন। শিখন-শেখানো পদ্ধতির অতি মাত্রায় তত্ত্বীয় ও নির্দেশাত্মক ধরন ও শিক্ষককেন্দ্রিকতা আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির ও বিদ্যালয় সংস্কৃতির একটি বহুল আলোচিত সমস্যা। শিক্ষার্থীদের জন্য এমন সুযোগ তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নৈতিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাদের বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করতে পারে এবং তা চর্চা করতে পারে। নৈতিক দ্বন্দ্ব ও উভয়সঙ্কটের অবস্থানগুলো শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করতে হবে, যা বিদ্যালয়ের জন্য বড় একটা চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে সুপরিকল্পিত ও টেকসই পদক্ষেপ ও কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন:

- নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষার বিষয়গুলোকে শিখন বিষয়বস্তু ও উপকরণসমূহের মধ্যে স্থান দিতে হবে ও সে-সবের মনোন্নয়ন করতে হবে;
- শিক্ষার্থীদের শিখনকে সুগভীর ও সুদৃঢ় করা এবং তাদের অর্জিত শিক্ষা বাস্তব জীবনে অনুশীলন করার ব্যবস্থা করার জন্য বিদ্যালয়ে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনকে গুরুত্ব দিতে হবে;
- সর্বস্তরে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন পদ্ধতির আনুপূর্বিক সংস্কার, যাতে তারা মুখস্থবিদ্যা নির্ভরতা থেকে সরে আসতে পারে এবং
- যথার্থ শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের বিভিন্ন ধরনের কাজ এবং ভূমিকার জন্য প্রস্তুত করা ও সহায়তা করা।

২. **সর্বজনীন মানব মূল্যবোধকে উৎসাহ দান:** শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে বিদ্যালয়ে যে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক ঐক্য ও সংহতির মনোভাব গঠনের পরিবর্তে বিভেদ ও ভিন্নতার উপলব্ধি লালনে সহায়তা করে। একইভাবে দেশপ্রেম, জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে গর্ববোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিষয়বস্তুতে বিভিন্ন সংস্কৃতি, জাতি ও মানুষের বিষয় কীভাবে চিত্রায়িত হয়েছে তা সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। এই সব বিষয়ে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন:

- ধর্ম ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের একটি সাধারণ বিষয় উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণিগুলোতে চালু করা যেতে পারে, যেখানে মানব সমাজের প্রধান ধর্মগুলোর সাধারণ ঐতিহ্য, সব মানুষের জীবনের পবিত্রতা, সব মানুষের প্রতি সম্মান ও সকলের সমান অধিকার এবং মানব জীবনের বৃহত্তর উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয় আনা যেতে পারে। এর ফলে বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্য ও তাদের অনুসারীদের প্রতি যথাযথ সম্মানের ধারণা প্রোথিত ও সুদৃঢ় হবে। শিক্ষার্থীদের পরিবার তাদের জন্য ধর্মীয় বিধান অনুসারে স্ব স্ব ধর্মীয় আচার, অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।
- ইতিহাস, দেশপ্রেম এবং সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বৈচিত্র্য সংক্রান্ত শিখন বিষয় সংবেদনশীলতা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও সততার সঙ্গে নির্বাচন করতে হবে এবং যথার্থ প্রক্রিয়া ব্যতীত এসব বিষয়ে পরিবর্তন করা যাবে না। শিখন বিষয় মূল্যায়ন ও নির্বাচনে স্বচ্ছ ও সুপ্রতিষ্ঠিত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করা উচিত। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত যথাযথভাবে যাচাই করা প্রয়োজন এবং একাধিক পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিবেচনাকে অন্তর্ভুক্ত করার অবকাশ থাকতে হবে।

৩. বিদ্যালয়ে নৈতিকতার অনুশীলন: বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতার বিষয়সমূহ সম্পর্কে যুক্তিশীল চিন্তাভাবনা এবং নৈতিক দ্বন্দ্বের পরিস্থিতিগুলো শনাক্ত করার দক্ষতা অনুশীলনের সুযোগ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়:

- শিক্ষাক্রমের সকল বিষয়ে জীবন ও সমাজের মূল্যবোধ ও নৈতিক আচরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যবহারিক বিষয়গুলোকে (শুধু নির্দেশাত্মক আদেশ-নিষেধের পরিবর্তে) প্রাধান্য দিতে হবে। এজন্য সব শিখন বিষয়বস্তু ও শিক্ষাক্রমসমূহ যথাযথভাবে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণে বিদ্যালয়ে, শ্রেণিকক্ষে, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে এবং কমিউনিটিতে এ সংক্রান্ত অনুশীলনের সুযোগ তৈরি করার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

৪. শিক্ষক প্রশিক্ষণের নৈতিকতা উপস্থপন: শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে ও বিষয়বস্তুতে

মূলত শিখন-শেখনে কৌশল ও শিখনের বুদ্ধিবৃত্তিয় বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। কারণ, প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং সামাজিক ও অবুদ্ধিবৃত্তিয় বিকাশের ক্ষেত্রসমূহে গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন হয়েছে। এমনকি তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ ও বিশ্বাস সম্পর্কে আত্মসমালোচনা করতে শিক্ষকদের উৎসাহিত করা হয় না। এক্ষেত্রে যে-সব কর্মপন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

- শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে শিক্ষকদের শিক্ষাদানে নৈতিকতা-মূল্যবোধের ভূমিকা, নৈতিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে অধিকতর আত্মসচেতন হওয়া এবং কীভাবে প্রত্যেক শিক্ষক কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য আদর্শ বা অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত হবেন, সে বিষয়গুলোর উপর পর্যাপ্ত গুরুত্বারোপ করতে হবে।
- শিক্ষকরা কীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে, প্রশিক্ষিত হলে, কী ধরনের সহায়তা পেলে, কীভাবে পুরস্কৃত হলে এবং কীভাবে তাদের তত্ত্বাবধান করা হলে তারা শিক্ষার্থীদের জন্য আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত হবেন, সে বিষয়ে নীতি-নির্ধারণী পর্যায় থেকে সামাজিক-রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং শিক্ষক অভিভাবক পর্যায়ে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে।

বিদ্যালয় পরিবেশ ও সংস্কৃতি

৫. অভিভাবকদের সঙ্গে সহযোগিতা: শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নীতি ও মূল্যবোধ বিষয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত ও দৃঢ় যোগাযোগ রক্ষা করবে। এক্ষেত্রে শুধু কোনো ছাত্রের বিশেষ সমস্যা সমাধান করা যথেষ্ট নয়। অভিভাবকদের অবগত করতে হবে যে,

- বিদ্যালয়ের নীতি ও মূল্যবোধ কোন কোন বিষয়কে প্রাধান্য দেয় ও কীভাবে বিদ্যালয় ও অভিভাবকগণ একসঙ্গে কাজ করতে পারে;
- বিদ্যালয় ও পরিবারের মধ্যে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিষয়ে সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব নিরসন;
- ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষার জন্য অভিভাবকগণ কী করতে পারেন এবং কী করা উচিত।

৬. **ন্যায়-নীতি শিক্ষার সূচনা হতে অল্প বয়েস থেকেই:** সহানুভূতি ও সহমর্মিতা, অন্যদের প্রতি বিবেচনাবোধ ও ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ শুধুমাত্র পাঠ্যবইতে সীমাবদ্ধ থাকা যথেষ্ট নয়। শিশুকাল থেকেই এ বিষয়সমূহের চর্চাকে বিদ্যালয় ও বাড়িতে গুরুত্ব দিতে হবে। এ বিষয়ে করণীয় হতে পারে;

- প্রাক-বিদ্যালয়, প্রারম্ভিক শিক্ষা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিখনের বিষয়সমূহ ও এ সম্পর্কিত শিখন পদ্ধতি পর্যালোচনা করা;
- বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে মূল্যবোধ চর্চার সুযোগ তৈরি করা, বিদ্যালয়ে এক শিশুকে অন্যের কাছে নিগৃহীত হতে না দেওয়া, ও আর্থসামাজিক শ্রেণিভেদের কারণে কাউকে হেয় না করা এবং
- অভিভাবক ও পরিবারের সঙ্গে বিদ্যালয়ে এক সঙ্গে কাজ করা।

৭. **সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের যথার্থ প্রসার:** বিদ্যালয়ে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য নিরসন হলেও খেলাধুলা ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের জন্য সমান সুযোগ তৈরি হয়নি। শিশু, শিক্ষক ও বিদ্যালয় কমিটির সদস্যদের এক্ষেত্রে একত্রে কাজের সুযোগ রয়েছে। এসব বিষয়ে প্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে;

- সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম স্কুলের মূল অভিজ্ঞতা ও শিখনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে দেখতে হবে এবং নৈতিক-মূল্যবোধ শিক্ষার লক্ষ্যসহ বিদ্যালয়ের মূল অভীষ্ট সিদ্ধির কাজে লাগাতে হবে;
- কন্যাশিশুসহ সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য বর্ধিত সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও সম্পদের যোগান নিশ্চিত করতে হবে;
- অংশীজনদের একত্রে কাজ করার সুযোগ তৈরি করা এবং কমিউনিটিকে সংযুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা ও করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।

৮. **বিদ্যালয়কে আনন্দময় পাঠদানের অনুকূল এবং কমিউনিটির গর্বের স্থান হিসাবে গড়ে তোলা:** বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ও নিরাপদ পানির সংস্থান করার বিষয়গুলির আশানুরূপ উন্নতি হয়নি, যদিও এক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। দুর্বল অবকাঠামো ও সহায়ক পরিবেশের অভাব একাডেমিক ফলাফলের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষায়ও বাধা সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে;

- বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত মানদণ্ডের ও সুবিধাদির পর্যালোচনা এবং প্রতিষ্ঠানে এসব কীভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে তা দেখতে হবে।
- বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও শিশুদের শিখনের সংস্থান কমিউনিটির জন্য একটি গর্বের স্থান হতে হবে। এজন্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও অংশীজনদের (শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সমাজ প্রতিনিধির) সম্পৃক্ত হওয়ার আগ্রহকে কাজে লাগাতে হবে।

বিদ্যালয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট

৯. **শিক্ষকতার পেশা সম্পর্কে উদ্ভাবনী ভাবনা:** বিদ্যালয়গুলো নৈতিকতা-মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করতে কী করতে পারে তার সীমারেখা টেনে দেয় সামাজিক প্রেক্ষাপট। তবে ব্যক্তি হিসেবে ও সামষ্টিকভাবে শিক্ষকের ভূমিকা, যোগ্যতা, পেশাগত দক্ষতা ও নৈতিক অবস্থান এক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পেশাগত দিক বিবেচনায় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা যেন বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েটদের সর্বশেষ পছন্দ না হয়, তরুণরা যাতে জ্ঞানগত এবং স্বেচ্ছায় ও অবুদ্ধিবৃত্তিয়ভাবে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত হয় সে বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। একটি চার ধাপবিশিষ্ট মধ্যমেয়াদি কর্ম উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

- শিক্ষার উচ্চ মাধ্যমিক স্তর শেষে শিক্ষার্থীদের কলেজে ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হতে আকৃষ্ট করা, যেখানে শিক্ষাবিজ্ঞান একটি বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে; এক্ষেত্রে প্রার্থী নির্বাচন প্রতিযোগিতাপূর্ণ হবে এবং তাদের জন্য প্রণোদনা, যেমন– বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে পারে;
- মানসম্পন্ন সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষক ও একাডেমিক প্রোগ্রাম নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে প্রতিটি জেলায় একটি বা দুটি করে কমপক্ষে ১০০টি সরকারি ডিগ্রি কলেজে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা বিজ্ঞান কোর্স চালু করা;
- আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা, মর্যাদা ও পেশাগত উত্তরণের পথ (career path) সহ একটি জাতীয় শিক্ষা সেবা বাহিনী (National Teaching Service Corps) চালু করা;
- শিক্ষকদের পদমর্যাদা, পারিতোষিক ও সামাজিক অবস্থান বৃদ্ধি করা;
- কৃতিত্বের মানদণ্ড (performance standard) প্রতিষ্ঠা করা সততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে তা প্রয়োগে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১০. **মূল্যবোধ অবক্ষয় রোধ জোট গঠন:** গবেষণার প্রয়োজনে প্রশ্নের উত্তরদাতা, অভিভাবক ও এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীরা বার বার বলেছেন যে, সমাজ, কমিউনিটি ও পরিবারে ক্রমশ নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অধঃপতন ঘটছে। এটিকে তারা নতুন প্রজন্মের জন্য হুমকি বলে মনে করেন। এক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ একটি সামষ্টিক আন্দোলন সৃষ্টি করা প্রয়োজন,

যেখানে:

- পর্যাপ্ত প্রমাণসাপেক্ষে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা ও শিক্ষক নির্বিশেষে যে কোনো অন্যায়কারীর নাম প্রকাশ ও প্রচার করা এবং তাদেরকে সামাজিক লজ্জার সম্মুখীন করা সম্ভব হবে;
- গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যাগুলো তুলে ধরা, যেমন– স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচন, জনসাধারণের ও নাগরিকদের আলোচনা ও ফোরাম, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমকে কাজে লাগানো, বিভিন্নভাবে সামষ্টিক চেষ্টায় পরিবর্তনের জন্য চাপ দেওয়ার জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
- রাজনৈতিক বলয়, সরকারি প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজ থেকে পরিবর্তনের জন্য আগ্রহী সৎ মানুষদের নিয়ে জোট গঠন করতে হবে, যারা পরিবর্তনের জন্য একযোগে কাজ করবেন; ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, দুর্নীতি দমন কমিশন, আইনী ও অধিকার সংস্থা, মানবাধিকার সংস্থা ও পেশাজীবী ফোরামের মতো প্রতিষ্ঠনগুলোকে একযোগে কাজ করতে হবে এবং সংস্কার ও পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে;
- আদিবাসী ও নৃগোষ্ঠী, ভিন্নভাবে সক্ষম ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ এবং যারা সামাজিকভাবে 'অস্পৃশ্য' যেমন– দলিত জনগোষ্ঠী, যারা সাধারণের থেকে আলাদা, সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাদের সুনির্দিষ্ট ভূমিকার জন্য বিভিন্ন স্বীকৃতিমূলক পদক্ষেপ জোরদার করা প্রয়োজন। সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও মানুষের বহুমাত্রিক পরিচয়কে সম্মান করা ও স্বীকৃতি প্রদান করা যে আবশ্যিক, পাঠ্যসূচিতে তার প্রতিফলন থাকতে হবে এবং তা সবার জন্য শিক্ষার একটি অন্যতম শিখন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমসহ বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতায় তা বাস্তবায়নে সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে।

১১. **অপরাধীচক্র, মাদকাসক্তি ও জঙ্গিবাদের প্রতিরোধে সংঘবদ্ধ হওয়া:** সংবাদ মাধ্যমের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, অপরাধী চক্রের বিভিন্ন সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড, মাদকাসক্তি এবং ধর্মভিত্তিক চরমপন্থা ও হিংস্রতার প্রতি আমাদের দেশের তরুণ সমাজের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব থেকে উদ্ভূত বিপদসমূহ শনাক্ত করতে হবে এবং প্রতিরোধ ও নিরসনের কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। এজন্য করণীয়;

- তরুণ অপরাধী চক্র এবং মাদক ও চরমপন্থার প্রতি আকর্ষণের বিপদ ও হুমকির বিরুদ্ধে শহর-গ্রাম নির্বিশেষে শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে সোচ্চার হতে হবে। অভিভাবক, কমিউনিটি ও অন্যান্য অংশীজনের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থায় এ ধরনের সমস্যা মোকাবেলায় নিবৃত্তিমূলক ও সংশোধনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১২. **সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার:** সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কিছু বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এগুলো সমাজে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্যমান বৈষম্য মেনে নেওয়াকে উৎসাহিত করছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নানা অপব্যবহার নিয়ে আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়ে করণীয়:

- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের শক্তি ও প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে এগুলোকে নৈতিকতা-মূল্যবোধ উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনে ব্যবহার করা যেতে পারে তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের প্রসার বাস্তবায়নে যথার্থ পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন।

মূল্যবোধ পরিলেখের তাৎপর্য

১৩. **বিদ্যালয়ে মূল্যবোধের চর্চা:** নৈতিকতা-মূল্যবোধ বিষয়ক অধিক্ষেত্রের উত্তরদাতা দলগুলোর মনোভাব থেকে মনে হয় এরা নৈতিকতা-মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়ে একটা মাঝামাঝি অবস্থান নিয়ে প্রবল আগ্রহ বা উৎসাহ দেখানো থেকে বিরত আছেন, যদিও এর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম আছে। এ বিষয়ে করণীয়;

- ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা বর্তমানে বিদ্যালয়ে পাঠরত আছে তাদের মধ্যে নৈতিকতা-মূল্যবোধের চর্চা ও অনুশীলন অতি জরুরি। এই গবেষণায় সুপারিশ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, নৈতিকতা-মূল্যবোধের চর্চা করা বিদ্যালয়ে শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচনা করে তা নিশ্চিতকরণে কী করণীয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে।

১৪. **নৈতিকতার দ্বন্দ্ব মোকাবেলা:** উপলব্ধির স্ববিরোধিতা বিষয়টির ব্যাপ্তি থেকে বলা যায় যে, শিক্ষার্থীরা কীভাবে শিক্ষণীয় বিষয় এবং অভিজ্ঞতা থেকে নৈতিকতা বিষয়ক দ্বন্দ্ব মোকাবেলা করতে শিখবে তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। এ বিষয়ে করণীয়;

- পরিবার ও সমাজের সঙ্গে যথার্থ সহযোগিতা, নৈতিকতা বিষয়ক নিয়মকানুন মেনে চলা, উপলব্ধির স্ববিরোধিতা চিহ্নিত করতে পারা, নৈতিকতা বিষয়ক দ্বন্দ্ব মোকাবেলা করতে শেখা এবং নিজের জন্য সঠিক কর্মপন্থা ঠিক করতে পারা–এসব ব্যাপারে তরুণ প্রজন্মের জন্য বিদ্যালয় থেকেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ তৈরি করতে হবে। এই বিষয়টি শিক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পনা, শিখন বিষয় নির্ধারণ, শিখন প্রক্রিয়ায় রূপান্তর এবং সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

১৫. **শিশুদের আদর্শবাদকে উৎসাহ দান:** মূল্যবোধ জরিপে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রগতিশীল, ইতিবাচক দৃষ্টি নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলার মনোভাব দেখিয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার্থীরা বেশি সতর্ক এবং কিছুটা সন্দেহপ্রবণ। এ বিষয়ে করণীয়:

- শিশুরা বড় হতে হতে মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের মতো আরও সতর্ক, হিসাবি এবং রক্ষণশীল হয়ে উঠবে কিনা সে বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন। যদি তাই হয়, তবে উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে এই পরিবর্তন শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা।

১৬. **আদর্শ ও অনুকরণীয় শিক্ষক তৈরিতে সহায়তা:** অর্ধেকের মতো শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে নিজেদেরকে আদর্শ চরিত্র বলে মনে করেন না, যদিও তারা নৈতিকতা-মূল্যবোধ সংক্রান্ত অধিক্ষেত্রে সর্বাধিক ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন। অধিকাংশ শিক্ষার্থী মনে করে না যে, শিক্ষক তাদের কাছে আদর্শ চরিত্র। তাদের পেশাগত দক্ষতা ও সততা এমন নয় যে, তাদের শিক্ষকদের অনুকরণ করতে চায়। এ বিষয়ে করণীয়:

- নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকরা যা জানেন ও বলেন তা শিক্ষার্থীদের নিয়ে কীভাবে নিয়মিত অনুশীলন করতে পারেন তা জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনা করা দরকার।

বিদ্যালয় ও সমাজের নৈতিকতা-মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিপুল সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য যা করণীয়, এই ১৬টি সুপারিশ থেকে তার তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে। এগুলোই পরিপূর্ণ সমাধান বা এর বাইরে আর কিছু নেই তা মনে করার কারণ নেই। কিন্তু নৈতিকতা-মূল্যবোধের অবক্ষয়ের এক অনিবার্য পরিস্থিতিতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলে বা সংস্কার সাধন করলে বা সুচিন্তিত কর্মপরিধি নির্ধারণ করলে সমাজের হিত সাধন করা যাবে, তার অনেকটা রসদ খুঁজে পাওয়া যাবে এই বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা থেকে।

প্রধান অতিথির ভাষণ

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন

ইহা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই যে, স্বনামধন্য প্রবীণ আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিক-উল হককে এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক-২০১৭ প্রদান বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এই উদ্যোগকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে সাধুবাদ জানাই। এ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে শরিক হতে পেরে আমি গর্ববোধ করছি।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক-২০১৭ প্রাপ্ত প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিক-উল হক সম্পর্কে পূর্ববর্তী বক্তাগণ সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। আমি তাঁদের সকলের বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণরূপে একমত। এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি করা বাঞ্ছনীয় নয়। তাসত্ত্বেও আমি এ দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, শিক্ষা সংস্কারক ও সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি। মুসলিম শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা ও অনাগ্রহ দূরীকরণ এবং অগ্রগতি সাধনে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। তিনি এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন তথা সংস্কার সাধন করেন। তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্ম তথা তাঁর রচিত ৭৯টি বইয়ের মাধ্যমে যুগ-যুগান্তরের মানুষের হৃদয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত চির অম্লান থাকবেন।

আমি জেনে ভীষণভাবে আনন্দিত যে, 'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা' এ লক্ষ্য নিয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ মিশন জনসেবামূলক কাজ তথা দরিদ্র ও সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সার্বিক কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা, মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

আহ্ছানিয়া মিশনের সুযোগ্য প্রেসিডেন্ট জনাব কাজী রফিকুল আলমের অক্লান্ত পরিশ্রম, সততা ও দেশপ্রেম তাকে এই মহৎ কাজটি দ্রুত সমাধানে শক্তি যুগিয়েছে। আশা করি সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ এরকম জনকল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসবেন।

আমাদের দেশে ব্যক্তির জীবদ্দশায় সম্মানিত করার দৃষ্টান্ত খুব বেশি চোখে পড়ে না। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সে ক্ষেত্রে প্রশংসার দাবিদার। এ বছর খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক-২০১৭ পদকে ভূষিত করা হয়েছে বিশিষ্ট সমাজসেবী ও স্বনামধন্য আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিক-উল হককে। এ জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ব্যারিস্টার রফিক-উল হক শুধু একজন আইনজীবীই নন, তিনি একজন সমাজসেবক ও সংস্কারক। তাঁর কর্মদক্ষতা সর্বজনবিদিত; তার পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা সর্বমহলে সমাদৃত। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এটা আমি দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি যে, "Barrister Rafiqe-ul Haque is an institution and he is a class by himself." বিচার বিভাগের ভাবমূর্তি রক্ষা, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় এমিকাস কিউরি হিসেবে আদালতে মুল্যবান মতামত দিয়েছেন। তাঁর প্রদত্ত মতামত বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়ে প্রতিফলিত হয়েছে। জাতির ক্রান্তিলগ্নেও তিনি অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছেন। আইনজীবী হিসেবে সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। আইন বিষয়ে তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি সমসাময়িক কালের অত্যন্ত উঁচুমানের আইনজীবী যাকে বিচারক, আইনজীবী, রাজনীতিবিদসহ সর্বপেশার মানুষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখেন। মেধাবী ও পরিশ্রমী এ আইনজীবী প্রতিটি মামলার প্রয়োজনে খুব গবেষণা করে থাকেন। তাঁর সময়ানুবর্তিতা প্রত্যেক আইনজীবীর জন্য শিক্ষণীয়। তিনি কারো রক্তচক্ষুকে ভয় পান নি। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে তিনি সবসময় অবিচল থেকেছেন।

আমি মনে করি আইন ও বিচার বিভাগের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র আইন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবি। ব্যারিস্টার রলিক-উল হকসহ এদেশের জ্ঞানতাপস ও ধনাঢ্য আইনজ্ঞদের কাছে নিবেদন করব– তাঁরা যেন আমাদের প্রতিবেশী দেশের আদলে অন্তত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যা আইন শিক্ষার গুণগত মান ও গবেষণার বিস্তৃতিকে আরো সমৃদ্ধ করবে। তাঁদের এ কর্মের জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা আইনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করবে– তাদের কাছে তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

* সংক্ষেপিত

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এম এইচ খান অডিটো স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। মঞ্চে অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে প্রধান অতিথি প্রধান বিচার

খানবাহাদুর আহ্ছানউ পেলেন ব্যারিস্টার

১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ প্রথিতযশা আইনজীবী ও সমাজসেবী রফিক-উল হককে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক ২০১৭ প্রদান করা হয়। রাজধানীর তেজগাঁওস্থ আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এম এইচ খান অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক পরিয়ে দেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধান বিচারপতি বলেন, আইন ও বিচার বিভাগের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র আইন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবি।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান বলেন, আহ্ছানিয়া মিশন তিন দশক ধরে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক প্রদান করে আসছে। তারা যে এভাবে দেশে গুণী মানুষদের সম্মাননা দিচ্ছেন এটি একটি বড় কথা।

মূল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সাবেক সচিব ও জাতীয় রাজস্ব

রিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ব্যারিস্টার রফিক-উল হককে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা
পতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়)

উল্লা স্বর্ণপদক ২০১৭
র রফিক-উল হক

বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট এ এফ হাসান আরিফ। স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাঠ করেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. কাজী শরিফুল আলম। সম্মাননাপত্র পাঠ করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান।

সমকালীন কৃতী ব্যক্তিত্বদের প্রতিভা ও অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ১৯৮৬ সাল থেকে প্রতিবছর জাতীয় পর্যায়ের একজন কৃতী ব্যক্তিত্বকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক প্রদান করে আসছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত ২৫ বার ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এই স্বর্ণপদক প্রদান করেছে।

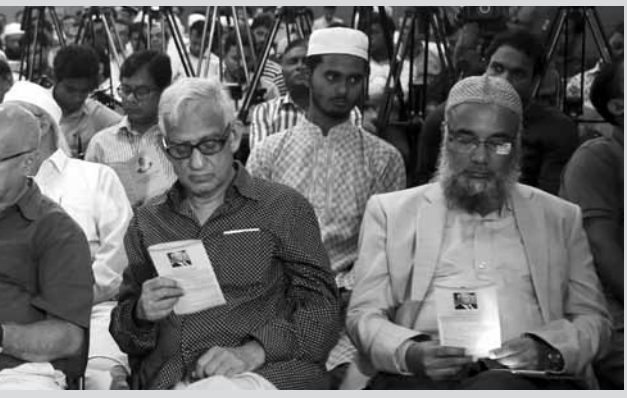

অনুষ্ঠানে দর্শকদের একাংশ

স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্বের পরিচিতি

দেশের বিশিষ্ট স্বনামধন্য প্রবীণ আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিক-উল হক ১৯৩৫ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম ডা. মোমিন-উল-হক একজন প্রথিতযশা চিকিৎসক ছিলেন। ব্যারিস্টার রফিক-উল হক ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম এ ডিগ্রি এবং ১৯৫৮ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৬১ সালে যুক্তরাজ্যের লিনকনস-ইন হতে বার-অ্যাট-ল সম্পন্ন করেন।

আইনজীবী হিসেবে পেশাগত জীবনে তিনি ১৯৬০ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট হিসেবে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৬২ সালে ঢাকা হাইকোর্টে এবং ১৯৬৫ সালে সাবেক পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টে যোগদান করেন। ১৯৭৫ সালে সিনিয়র এডভোকেট হিসেবে তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। কর্মদক্ষতা এবং আইন পেশায় তার অভূতপূর্ব যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯০ সালে তিনি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

আইন পেশার পাশাপাশি ব্যারিস্টার রফিক-উল হক আইন সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ১৯৭৫-৭৬ সালে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল এবং বার কাউন্সিল ইলেকশন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সালে তিনি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক চেম্বার অব কমার্সের সদস্য, ল' এশিয়ার সদস্য এবং প্যারিসে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল আদালতের একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন।

ব্যারিস্টার রফিক-উল হক দেশে আইন অঙ্গনে সুনামের সাথে বিচরণের পাশাপাশি সামাজিক কর্মকাণ্ডে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। ১৯৭৬ সাল হতে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশনের জীবন সদস্য। বিগত ২৮ বছর যাবৎ তিনি বাংলাদেশ ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বারডেম-এর ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান এবং ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটাল ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সদস্য। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা শিশু হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা বোর্ডের মহাসচিব ছিলেন। এছাড়া ব্যারিস্টার রফিক-উল হক শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সাধ্যমত দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, বিশেষ করে সোসাইটি ফর এডুকেশন অ্যান্ড কেয়ার অব হিয়ারিং ইমপেয়ারড চিলড্রেন অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্যা ব্লাইন্ডস-এর জীবন সদস্য, ডা. ফরিদা হক মেমোরিয়াল হাসপাতাল (চন্দ্রা, গাজীপুর)-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্কুল এবং কলেজ (চন্দ্রা, গাজীপুর)-এর প্রতিষ্ঠাতা। সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে তিনি কালিয়াকৈর, গাজীপুরে "সুবর্ণ মসজিদ" প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একজন পৃষ্ঠপোষক এবং নির্বাহী কমিটির সদস্য, আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালের বোর্ড অব গভর্নরস-এর চেয়ারম্যান ও আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য। তাঁর ব্যক্তিগত দানে ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেগম আমেনা রহমান CCU ও ডা. ফরিদা হক ICU এবং তাঁর পিতা-মাতা ও শ্বশুর-শাশুড়ির নামে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল উত্তরাতে স্থাপিত হয়েছে ১০ শয্যাবিশিষ্ট ২টি ওয়ার্ড। এছাড়াও তাঁর অনুদানে মিরপুরে অবস্থিত আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালে স্থাপিত হয়েছে ১টি বড় লিফ্ট, ১টি ম্যামোগ্রাফি ও ১টি এন্ডোসকপি মেশিন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ফ্যাকাল্টির খণ্ডকালীন এবং জাজেস প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। ১৯৯০ সালে তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভায় বাংলাদেশের ডেলিগেট সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। আইনজীবী হিসেবে তার বর্ণিল ৫০ বছরের কর্মময় জীবন এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকার জন্য ইউএস সিনেট কর্তৃক "মাদার তেরেসা অব কলিকাতা স্বর্ণপদক", ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটাল, মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর, ঢাকা দক্ষিণ রোটারি ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব এবং এমসিসিআই ঢাকা কর্তৃক পুরস্কার এবং সম্মাননা পেয়েছেন। ব্যারিস্টার রফিক-উল হকের স্ত্রী মরহুমা ডা. ফরিদা হক দেশের একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন এবং একমাত্র সন্তান ব্যারিস্টার ফাহিমুল হক আইন পেশায় নিয়োজিত আছেন।

জীবনব্যাপী শিক্ষা প্রসারে মিশনের নতুন ইন্সটিটিউটের যাত্রা শুরু

নাফিজ উদ্দিন খান

শিক্ষা কোন স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম নয়, শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। এই লক্ষ্যকে ধারণ করেই মিশন সবসময় শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে আসছে। ইতোমধ্যে মিশন শিক্ষা প্রসারে নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই জীবনব্যাপী শিক্ষার পথ প্রশস্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এর মধ্যে রয়েছে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ভকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, আহ্ছানিয়া মিশন স্কুল ও কলেজ ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে দেশব্যাপী বিস্তৃত মিশনের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম। দেশের সার্বিক শিক্ষা উন্নয়নে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ অবদান রাখছে। এরই ধারাবাহিকতাই শিক্ষাক্ষেত্রে বৈশ্বিক নানান পরিবর্তন এবং SDG goal 4 এর সাথে সঙ্গতি রেখে জীবনব্যাপী শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানীকরণ করার লক্ষ্যে সম্প্রতি মিশন Bangladesh Institute of Lifelong Learning (BILL) নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে।

জীবনব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রমের ধারণা ঢাকা আহ্ছানিয় মিশনে নতুন নয়। ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে ইন্সটিটিউট অব লিটারেসি এন্ড এডাল্ট এডুকেশন (ILAE) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মিশন সর্বপ্রথম সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম চালু করে। এই ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, সাক্ষরতা উপকরণ উন্নয়ন ও রিসোর্স উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই ইন্সটিটিউট ISESCO ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বয়স্ক শিক্ষার কুশলী উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে বহুসংখ্যক প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। এছাড়া ইউনেস্কো কর্তৃক সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষার প্রসারের জন্য ATLP প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল উন্নয়নে মিশনের বর্তমান সভাপতি কাজী রফিকুল আলম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১২ খন্ডের ATLP-এর ৫টি খণ্ড বাংলায় অনুবাদ করে ILAE। নিরক্ষরতা দূরীকরণে ILAE-এর ভূমিকা ভূমিকার জন্য ইউনেস্কো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ নেটওয়ার্ক (ARTC)-এর অন্তর্ভূক্ত করে আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদান করে। ১৯৯২ সাল থেকে অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমকে মিশন অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। সারাদেশে কমিউনিটি পর্যায়ে 'গণকেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করে জীবনব্যাপী শিক্ষার জন্য একটি স্থায়ীত্বশীল কাঠামো গড়ে তুলেছে আহ্ছানিয়া মিশন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের গণকেন্দ্রে কমিউনিটি পর্যায়ের নারীরা জীবনব্যাপী শিক্ষা গ্রহণ করছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় সাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষা ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ১৯৯৬ সালে ইন্সটিটিউট অব প্রাইমারি এন্ড ননফরমাল এডুকেশন (IPNE) প্রতিষ্ঠা করে। এই ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক এবং অব্যাহত শিক্ষাক্ষেত্রে মানবসম্পদ তৈরি করা, বিভিন্ন সংস্থার সক্ষমতা উন্নয়নে চাহিদাভিত্তিক কোর্স উন্নয়ন করা, প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নয়নে টেকনিক্যাল সার্ভিস প্রদান করা, প্রাথ মিক, উপানুষ্ঠানিক ও অব্যাহত শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনা করা। IPNE-এর ধারণাকে আরও বিস্তৃত করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠা করে সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (CINED)।

সাম্প্রতিককালে জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত SDG goal 4 এ সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্য পূরণে সহায়তার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেছে এই নতুন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লাইফলং লার্নিং। এই ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠায় CINED কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লাইফলং লার্নিং প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

- দেশের মানুষের চাহিদা আছে এমন শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন কোর্স যেমন-শর্ট কোর্স, অনলাইন কোর্স, মাস্টার্স/ব্যাচেলর ডিগ্রি, ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট কোর্স উন্নয়ন ও পরিচালনা করা,
- জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থার সাথে যৌথভাবে বয়স্ক শিক্ষা, পোস্ট লিটারেসি ও অব্যাহত শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করা,
- শিক্ষা বিষয়ক জার্নাল ও বই প্রকাশ করা,
- বাংলাদেশে এবং এশিয়া মহাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জীবনব্যাপী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করা,
- জীবনব্যাপী শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও সম্মেলন আয়োজন করা ইত্যাদি।

ভারতের কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এডাল্ট, কন্টিনিউইং এডুকেশন এন্ড এক্সটেনশন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক অশোক ভট্টাচার্য্য এই ইন্সটিটিউট-এর পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন।

নাফিজ উদ্দিন খান, কো-অর্ডিনেটর, বিএলএ
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

মানবসেবা ও উন্নয়নের ধারাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেছেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা

৮ জুলাই ২০১৮ জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর দর্শন: মানবসেবার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর মধ্যে মানবপ্রেম, সামাজিক উন্নয়ন ও অধ্যাত্ম সাধনার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। পাশাপাশি দূরদর্শিতার সাথে সাংগঠনিক চিন্তার মধ্য দিয়ে তার চিন্তা ও কর্মকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা করেছেন তিনি।

৮ জুলাই ২০১৮ জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর দর্শন: মানবসেবার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ একথা বলেন।

তিনি বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) নানামুখী সমাজ উন্নয়নের মধ্যদিয়ে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের পথ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি কর্মকালীন সময়ে বহু প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন ও উন্নয়ন ধারাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন। এর মধ্যে আহ্ছানিয়া মিশন সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠন।

তিনি আরও বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর কার্যকালে শিক্ষা বিভাগে যেসব সংস্কার তিনি করেন তারও মূলে ছিল মানবসেবা। তিনি বুঝতেন সকল শ্রেণির, বর্ণের, ধর্মের মানুষের সমান অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো দেশ ও জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। তাই তিনি সবসময় মুসলমান সমাজের প্রতি সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ত্যাগ করে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

> “তিনি বুঝতেন সকল শ্রেণির, বর্ণের, ধর্মের মানুষের সমান অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো দেশ ও জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। তাই তিনি সবসময় মুসলমান সমাজের প্রতি সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ত্যাগ করে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।”

তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ। ইসলামিয়া কলেজ ছাড়াও তিনি কর্মজীবনে বহু স্কুল, কলেজ ও হোস্টেল প্রতিষ্ঠাসহ অনেক প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

প্রধান অতিথি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. জিল্লার রহমান বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সেই সময়ে নিজের উদ্যোগে পরের উপকারে এগিয়ে এসেছিলেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালের পিডিজি লায়ন শেখ আনিসুর রহমান বলেন, আমাদের সমাজে প্রতিদিন শতশত চিন্তার জন্ম হচ্ছে। কিন্তু সেই চিন্তাগুলো পরের দিন দৌড়াতে শেখেনি। ফলে চিন্তাগুলোর অপমৃত্যু হচ্ছে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বুঝতে পেরেছিলেন চিন্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, চিন্তাকে গতি দিতে হবে। তাই তিনি প্রায় শতবছর পূর্বে প্রাতিষ্ঠানিকতার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (ইউডা)-এর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আহমদউল্লাহ মিয়া (পিএইচডি), ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. খলিলুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন আহ্ছানিয়া ইন্সটিটিউট অব সূফীজম-এর পরিচালক ও সাবেক জেলা ও দায়রা জজ মো. ইসমাইল মিঞা। সেমিনারটি আয়োজন করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আহ্ছানিয়া ইন্সটিটিউট অব সূফীজম।

প্রস্তাবিত বাজেটে তামাক নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষিত

বাজেট প্রতিক্রিয়া অনুষ্ঠানে মূলবক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ

বিশ্বের তামাক ব্যবহারকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারজনিত অসংক্রামক রোগের প্রকোপ দিন দিন বেড়ে চলেছে। তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের কারণে চিকিৎসা ব্যয় বহুগুণে বেড়ে গেছে যা দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিশাল বোঝা। তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যে সব রাজস্ব প্রস্তাবনা করা হয়েছে সেগুলোর কার্যকারিতা যথেষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ। বাজেট প্রস্তাবনা দেখে মনে হয়েছে তামাক কর প্রস্তাবনায় তামাক কোম্পানি ও ব্যবসায়ীদের বেশ প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে বিড়ির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আমাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর রাজস্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলে সরকারকে তামাক ব্যবসায়ীদের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

৮ জুন ২০১৮ তারিখে শ্যামলীস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে আয়োজিত বাজেটে তামাক নিয়ন্ত্রেণের প্রতিক্রিয়ায় বক্তারা একথা বলেন। বাজেট প্রতিক্রিয়া অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সমন্বয়কারী মোখলেছুর রহমান, প্রথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহফিদা দিনা রুবাইয়া, মানসিক স্বাস্থ্য

ধুমপানে ফুসফুসের ক্ষতি হয়

কার্যক্রমের সমন্বয়কারী আমির হোসেন ও নারী মাদকাসক্তি কার্যক্রমের প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাত।

এবারের বাজেটে বিদেশি তামাক কোম্পানিগুলোকে ব্যবসা প্রসারে সুবিধা করে দেবে কারণ দামি সিগারেটের দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে এবং সম্পূরক শুল্ক শতকরা ৬৫ ভাগ অপরিবর্তিত থাকছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য না রেখে তামাক কর নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিড়ির ব্যবহার উল্লেযোগ্যভাবে কমানোর জন্য এর উপর উচ্চহারে কর বৃদ্ধির দাবি গত কয়েক বছর ধরে জোরেশোরেই উত্থাপিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে এ বছর বাজেট ঘোষণার আগে সরকারের উচ্চপর্যায়ের এবং বাজেট বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তি ও মাননীয় অর্থমন্ত্রী নিজে ইতিবাচক আশ্বাসও শুনিয়েছিলেন। অর্থমন্ত্রী জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে বিড়ি কোম্পানি বন্ধের কথাও বলেছিলেন। কিন্তু বাজেটে তার কোনো প্রতিফলন নেই। এছাড়া প্রস্তাবিত বাজেটে তামাকপণ্য রপ্তানি উৎসাহিত করার জন্য শতকরা ২৫ ভাগ রপ্তানি শুল্ক প্রত্যাহার জনস্বাস্থ্যবিরোধী পদক্ষেপ বলে তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো মনে করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৪ সালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, বিশ্বে সবচেয়ে কম দামে সিগারেট পাওয়া যায় এমন তিনটি দেশের মধ্যে একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। গত ২০১৬ সালের ৩০-৩১ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন' শীর্ষক সাউথ এশিয়ান স্পিকার'স সামিট-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছেন। এই ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তামাকের উপর বর্তমান শুল্ক-কাঠামো সহজ করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছেন যাতে এখাতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি তামাকপণ্যের ব্যবহার হ্রাস পায়। সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় বলা যায়, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনা বাস্তবায়নে এই বাজেট কোনো ভূমিকা রাখবে না। তাই তামাকবিরোধী ও উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রস্তাবিত বাজেট সংশোধন ছাড়া পাস না করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সকল সাংসদকে অনুরোধ জানায়।

গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ

মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত ডাক্তার, কাউন্সেলর, ম্যানেজার এবং এই চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই)-ট্রেনিং অ্যান্ড ক্রেডেনশিয়ালিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে।

এরই ধারাবাহিকতায় 'বেসিক কাউন্সেলিং স্কিলস্ ফর এডিকশন প্রফেশনালস'-এর ওপর পাঁচ দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে– ১৯ জুলাই, ২০১৮। সমাপনী অনুষ্ঠানে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হওয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেনশিয়ালিং অ্যান্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই) ক্রেডেনশিয়ালিং পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হওয়া ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রথম ব্যাচের অংশগ্রহণকারীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) মফিদুল ইসলাম।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা সেবায় প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই

মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত পেশাজীবীদের জন্য দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ১৫ জুলাই ২০১৮ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের নিজস্ব ভবনে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেনশিয়ালিং অ্যান্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই) ট্রেনিং-এ "বেসিক কাউন্সেলিং ফর এডিকশন প্রফেশনালস" কারিকুলাম শুরু হয় এবং ১৯ জুলাই শেষ হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাস্টার ট্রেনার প্রমুখ।

উল্লেখ্য, আহ্ছানিয়া মিশন দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তিদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করে আসছে এবং পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্যই কলম্বো প্ল্যানের সাথে যৌথ এ উদ্যোগ। ইতোমধ্যে আহ্ছানিয়া মিশন কলম্বো প্ল্যানের আইসিসিই-এর আটটি কারিকুলামের চারটি শেষ করেছে।

বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত ছিলেন

তামাক নিয়ন্ত্রণে একটি অভিন্ন গাইডলাইন

স্থানীয় সরকার বিভাগ তার আওতাধীন সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক একটি অভিন্ন গাইডলাইন তৈরি করবে এবং সকলে সেটিই বাস্তবায়ন করবে বলে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব ডা. জাফর আহমেদ খান। ৮ আগস্ট স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সভাকক্ষে "২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের করণীয়" শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

তিনি আরো বলেন, সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ তাদের মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করবে। এছাড়া স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সারাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা ও মনিটরিং-এর জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব রোকসানা কাদের-এর নেতৃত্বে এই কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গাইডলাইন তৈরি, বর্তমান স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ এর সংশোধন করে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি অন্তর্ভুক্তসহ তামাক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করবে। সভার সভাপতি আরো বলেন যে তামাক নিয়ন্ত্রণে সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট বরাদ্দ করবে এবং পাশাপাশি এর ব্যয়ও নিশ্চিত করতে হবে।

সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সকল অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিবসহ এ বিভাগের অধীন সকল প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন এবং নিজ নিজ মতামত প্রদান করেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ ওয়াশিংটন ডিসি-এর প্রোগ্রাম ও ফিনানসিয়াল কমপ্লায়েন্স অফিসার আয়শা আহমেদ, বাংলাদেশের প্রধান পরামর্শক মো. শরিফুল আলমসহ অন্যান্য প্রতিনিধি এবং দি ইউনিয়ন-এর টেকনিক্যাল এডভাইজার সৈয়দ মাহবুবুল আলম সভায় উপস্থিত হয়ে মতামত প্রদান করেন।

সভার মূল বক্তব্য নিয়ে সচিত্র তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী, যুগ্মসচিব মো. খায়রুল আলম সেখ। সভার শুরুতে বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব রোকসানা কাদের। সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন ইপসার তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের টিম লিডার নাসিম বানু এবং সভাটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ইকবাল মাসুদ। সভাটি আয়োজনের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে এসিডি, এইড ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ইপসা, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্, দ্য ইউনিয়ন এবং ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রোপিস্ট।

ক্যান্সার চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হসপিটালে যোগ হচ্ছে সর্বাধুনিক টোমোথেরাপি মেশিন

আন্তর্জাতিকমানের ক্যান্সার চিকিৎসায় আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হসপিটালে (এএমসিজিএইচ) যোগ হতে যাচ্ছে সর্বাধুনিক মেশিন টোমোথেরাপি রেডিএক্সড এক্স৭। অল্পসময়ে সঠিকভাবে রেডিয়েশনের মাধ্যমে ক্যান্সার চিকিৎসায় এটি হল অত্যাধুনিক পদ্ধতি। এই মেশিনে রেডিয়েশন দেয়ার জন্য নিখুঁতভাবে আইএমআরটি-এর সাথে সিটি স্ক্যান সন্নিবেশিত থাকে। ফলে রোগীকে না নড়িয়ে স্বয়ংক্রিয় ও সমন্বিতভাবে শরীরের লক্ষ্যস্থানে নিখুঁতভাবে প্রয়োজনীয় মাত্রায় রেডিয়েশন করা হয়। তুলনামূলক কম রেডিয়েশনের কারণে স্বাস্থ্যবান টিস্যু এড়িয়ে সফলভাবে টার্গেট ক্যান্সার সেলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ব্যতিরেকে রেডিয়েশন চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হয়।

এ মেশিনে রয়েছে– ক্যান্সার রোগীর সমন্বিত ট্রিটমেন্ট প্লানিং, ডাটা ম্যানেজমেন্ট ও ট্রিটমেন্ট ডেলিভারি; রোটেশনাল ও নন-রোটেশনাল রেডিয়েশন থেরাপি; আইএমআরটি ও থ্রিডি কনফার্মাল রেডিয়েশন; থেরাপি; ১,০০০এমইউ/মিন এলআইএনএসি; ১০ আরপিএম গ্যান্ট্রি রোটেশন ও সমন্বিত বীম-স্টপারের সাথে ৬এমভি সিস্টেম।

২৮ জুন ২০১৮ রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হসপিটাল এবং একুরে ইনকরপোরেটেড-এর বাংলাদেশের ডিস্ট্রিবিউটরের সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের উপস্থিতিতে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হসপিটাল-এর পক্ষে বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ও মেডিকেল সার্ভিসেস-এর পরিচালক অধ্যাপক ডা. কামরুজ্জামান চৌধুরী এবং একুরে ইনকরপোরেটেড-এর বাংলাদেশের ডিস্ট্রিবিউটরের পক্ষে ল্যাব নিউক্লিয়র সিটিএস-এর সিইও সিনহা আবু খালিদ।

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হসপিটালে জটিল ক্যান্সারের সফল অস্ত্রোপচার

সফল অস্ত্রপচারের পর ফুল দিয়ে রোগীকে শুভেচ্ছা

বদরুল আলম (৪৩) গত ১ জুলাই ২০১৮ খাদ্যনালি ও পাকস্থলীর সংযোগস্থলের জটিল ক্যান্সার নিয়ে অপারেশনের জন্য উত্তরা আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালে অনকোসার্জন অধ্যাপক ডা. এ.কে. মোশতাক-এর অধীনে ভর্তি হন। ২ জুলাই দীর্ঘ ও জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে টিউমারটি খাদ্যনালি ও পাকস্থলীর অধিকাংশসহ সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করা হয়। গত ১৫ দিনে উক্ত রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। বাড়ি ফিরে যাওয়ার আগে তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. খলিলুর রহমানসহ অন্যারা। এই সফল অস্ত্রোপচারের নেতৃত্ব দেন অনকোসার্জারি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. এ. কে. মোশতাক ও এনেসথেসিয়া বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মুস্তাফিজুর রহমান। অস্ত্রোপাচারে সহায়তা করেন ডা. এফ. এইচ. চৌধুরী ফ্রোবেল, ডা. মো. ইসমাইল খান, ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস লিয়া ও ডা. তরিকুল ইসলাম।

নরসিংদীতে স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর উদ্যোগে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক সহায়তায় ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮, বৃহস্পতিবার নরসিংদীর মনোহরদীতে অনুষ্ঠিত হলো ফিস্টুলা রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক স্বাস্থ্য ক্যাম্প। মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দী ইউনিয়নের নারান্দি শরাফত আলী সরকারি প্রাথ মিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় দিনব্যাপী এই রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক স্বাস্থ্য ক্যাম্প। উক্ত ক্যাম্পে রোগীদের ফ্রি চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ক্যাম্পে মনোহরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সমন্বয়ে গঠিত ২ সদস্যবিশিষ্ট একটি টিম ফিস্টুলা রোগের সমস্যায় ভুগছেন এমন ১৮২ জন রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে। এর মধ্যে ৮৪ জন নারী ও ৯৮ জন পুরুষ।

ডিএফইডি-এর 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির আওতায় ফিস্টুলা রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক স্বাস্থ্য ক্যাম্প উদ্বোধন করেন নরসিংদীর মনোরহদী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আসাদিকজ্জামান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস.এম খলিলুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিএফইডি'র হেড মো. আসাদুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন শুকুন্দি ইউপি চেয়ারম্যান মো. ছাদিকুর রহমান শামীম।

অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার জাইকা বাংলাদেশ অফিসের সিনিয়র প্রতিনিধি ইয়াসুহিরো তাওয়াজো, প্রধান অতিথি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লাইন ডিরেক্টর, এনসিডিসি ডা. নূর মোহাম্মদ এবং মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম

এসডিজি মেডিকেল চেকআপ বিজনেস মডেল বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্যতা জরিপ কার্যক্রমের উদ্বোধন

বাংলাদেশে এসডিজি মেডিকেল চেকআপ বিজনেস মডেল বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্যতা জরিপ কার্যক্রমের উদ্বোধন উপলক্ষে কনিকা মিনোলটা, এমআইইউপি এবং আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটালের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২৯ আগস্ট রাজধানীর উত্তরাস্থ আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটালে অনুষ্ঠিত এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লাইন ডিরেক্টর, এনসিডিসি ডা. নূর মোহাম্মদ। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাইকা বাংলাদেশ অফিসের সিনিয়র প্রতিনিধি ইয়াসুহিরো তাওয়াজো। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য রাখেন আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটালের মেডিকেল সার্ভিসেস ডিরেক্টর প্রফেসর ডা. কামরুজ্জামান চৌধুরী এবং এমআইইউপি-এর মেডিকেল ডিরেক্টর ডা. তমোহিরো মরিতা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কনিকা মিনোলটার প্রতিনিধি নরিহারু মারুইয়ামা। এছাড়াও এই কার্যক্রমের একটি সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন ৪বিলিয়ন হেলথের কন্সালটেন্ট প্রফেসর ড. এম এ রহমান।

অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন ৪বিলিয়ন হেলথের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইয়টারো ইউকোকাওয়া। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাক্তার নেই। শহরাঞ্চলে প্রতি ১৫ হাজার মানুষের জন্য ১ জন চিকিৎসক রয়েছেন এবং গ্রামাঞ্চলে প্রতি এক লক্ষ লোকের চিকিৎসার জন্য রয়েছেন মাত্র ১ জন ডাক্তার। যে কোনো বয়সের মানুষ যেন খুব সহজে নিজেই নিজের গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা বুঝে নিতে পারে, সে লক্ষ্যে বছরে একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রচলন করার জন্যে এই মডেল বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই মডেলের মাধ্যমে বাংলাদেশে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষাসেবা ব্যবস্থাটি অত্যন্ত কম খরচে উন্নততর করা সম্ভব হবে।

৩ মাসব্যাপী এই কার্যক্রম আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটালসহ পল্লী মঙ্গল কর্মসূচি (পি.এম.কে) হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার আশুলিয়া, সাভার এবং খাজা বদরুদ্দোজা মডার্ন হাসপাতাল, সফিপুর, গাজীপুর-এ আগামী ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে শুরু হবে।

পুনর্বাসন কেন্দ্রে পারিবারিক সভা

সম্প্রতি আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। এবারের সভার আলোচ্য বিষয় ছিলো "মাদকাসক্তি একটি মস্তিষ্কের রোগ"। সভায় সভাপতি ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ইকবাল মাসুদ। সভার শুরুতে কেন্দ্রের সেন্টার ম্যানেজার নিলুফার ইয়াসমিন স্বাগত বক্তব্য দেন। কেন্দ্রের কাউন্সেলর আবিদা সুলতানা আলোচ্য বিষয়ে সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। আলোচনায় অংশ নেন এডিকশন প্রফেশনাল ও মনোচিকিৎসক আক্তারুজ্জামান সেলিম এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সিনিয়র কাউন্সেলর এবং এডিকশন প্রফেশনাল আমির হোসেন। উপস্থিত ছিলেন আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মনোচিকিৎসক ডা. মাহৎজাবিন আত্বাব সোলায়মান। সভায় মুক্ত আলোচনা পর্বে অভিভাবকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন আলোচকগণ। মুক্ত আলোচনা শেষে কেস ম্যানেজার মমতাজ খাতুন মাদকাসক্ত থেকে সুস্থতাপ্রাপ্ত একজন নারী রিকোভারি কেস স্টাডি শেয়ার করেন এবং একই সাথে সেই রিকোভারি নারী তার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রের কাউন্সেলর ফাইরুজ জিহান।

হেনা আহমেদ হাসপাতাল
বিনামূল্য (VIA) ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

সচেতনতাই পারে মা-বোনের জীবন বাঁচাতে – এই শ্লোগান নিয়ে গত ১৪ জুলাই ২০১৮ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত হেনা আহমেদ হাসপাতালে বিনামূল্যে জরায়ুমুখে ক্যান্সারের পূর্ব অবস্থা নির্ণয় (VIA) ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হলো। এই ক্যাম্পের মূল উদ্দেশ্য ছিলো প্রথমত এলাকার সুবিধাবঞ্চিত ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং ক্যান্সার হওয়ার আগেই যাতে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ থাকতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ক্লিনিক ম্যানেজার ডা. নায়লা পারভীন বলেন, অল্প বয়সে বিয়ে হলে, বিবাহিত জীবন ত্রিশ বছরের বেশি হলে, বয়স ত্রিশ বছর হয়ে গেলে, ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে, অনিয়মিত রক্তস্রাব হলে, সহবাস সংক্রান্ত যে কোনো জটিলতায় বা পরিবারের কেউ জরায়ু ক্যান্সারে আক্রান্ত থাকলে জরায়ুমুখে ক্যান্সার-পূর্ব অবস্থা নির্ণয় পরীক্ষা করতে হবে।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা সেবায় সঠিক চিকিৎসা পরিকল্পনা ও তথ্য সংরক্ষণ অপরিহার্য

প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণের মাধ্যমে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়

মাদকাসক্তি চিকিৎসায় যথাযথ ও সঠিকভাবে রোগীর নিরীক্ষা ও তার ওপর ভিত্তি করে সঠিক ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ অত্যাবশ্যকীয়।

এই দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত ডাক্তার, কাউন্সেলর, ম্যানেজার এবং এই চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশাজীবীদের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই)-ট্রেনিং অ্যান্ড ক্রেডেনশিয়ালিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে।

এরই ধারাবাহিকতায় "ইনটেক স্ক্রিনিং, ট্রিটমেন্ট প্ল্যানিং অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন ফর এডিকশন প্রফেশনালস"-এর ওপর পাঁচ দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ রাজধানীর শ্যামলীস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন হেল্থ সেক্টরের ট্রেনিং রুমে প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের হেড এবং কলম্বো প্ল্যানের গ্লোবাল মাস্টার ট্রেইনার ইকবাল মাসুদ। তিনি রোগীদের সঠিকভাবে নিরীক্ষা ও তাদের সঠিক ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পরিকল্পনা পদ্ধতির গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, মাদকাসক্তি চিকিৎসায় রোগীর জন্য সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই। পাশাপাশি চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা পেশাগত দায়িত্বের অংশ। এই তথ্য রোগীদের চিকিৎসা ও এই সংক্রান্ত গবেষণায় কাজে লাগানো যায়। সবশেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণের মাধ্যমে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে। সম্প্রতি মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কলম্বো প্ল্যানের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেনশিয়ালিং অ্যান্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই) কর্তৃক বাংলাদেশে অনুমোদিত এডুকেশন প্রভাইডার হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করে মাদকাসক্তির সাথে সম্পৃক্ত স্বাস্থ্যগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি কমিয়ে আনা এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। এ প্রশিক্ষণ চলমান থাকবে।

ইউসিএলসি শিক্ষার্থীদের পুরস্কার লাভ

২২ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মিরপুরের ৭নং সেকশনের মিডটাউন ক্যামব্রীয়ান স্কুল এন্ড কলেজ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৮ তে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা কর্মসূচির ইউসিএলসির শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। এ আয়োজনের গ বিভাগে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় নয়নতারা ইউসিএলসির ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র ইয়াসিন আরাফাত ১ম স্থান অধিকার করে। ঘ বিভাগে আলোর ভুবন ইউসিএলসির ৮ম শ্রেণির ছাত্র মো. শিমুল ও আলোর পথে ইউসিএলসির ৮ম শ্রেণির ছাত্র মো. মুসা চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে ২য় ও ৩য় স্থান লাভ করে। এছাড়াও অনির্বাণ ইউসিএলসির রাব্বি হোসেন ও মেহেদী হাসান ঘ বিভাগে সংগীত প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করে। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্থান অধিকার করা এ সকল শিক্ষার্থীকে আগামী ১২ অক্টোবর ২০১৮ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিএসবি ফাউন্ডেশন পুরস্কার প্রদান করবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন ইউএনও

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে সরকারের পাশাপাশি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, রোটা (রিচ আউট টু এরিয়া), এডুকেশন এ্যাভাব অল ফাউন্ডেশন, কাতার-এর সহায়তায় উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ও নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জয়ফুল জার্নি অব আউট অব স্কুল চিলড্রেন এন্ড ইয়ুথস ফর কোয়ালিটি লার্নিং (জয়ফুল) প্রকল্পটির কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা ও মিঠামইন উপজেলায় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ৮ আগস্ট ২০১৮ জয়ফুল প্রকল্পের ইটনা এরিয়ার বড়িবাড়ি ইউনিয়নের হাসনাহেনা শিশু শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মশিউর রহমান খান। এসময় আরো ছিলেন বড়িবাড়ি ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুর রউফ ভুইয়া, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শাফিকুল ইসলাম, জয়ফুল প্রকল্পের ফিল্ড ম্যানেজার অশোক কুমার ঘোষ।

অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ লায়ন্স ক্লাব ও চেতনার মাদকবিরোধী পোস্টার তুলে ধরেন

মাদক প্রতিরোধে যুব সমাজের ভূমিকা বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যেগে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ "মাদক প্রতিরোধে যুব সমাজের ভুমিকা" শীর্ষক সচেতনতামূলক সেমিনার ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডা.এম আই পাটোয়ারী অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের তামাক বিরোধী রির্সাচ সেলের সভাপতি এবং সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ডা. মাইনুল ইসলাম। সেমিনারে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের ২০০ জন শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. এ কে এম মোহসীন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক (ঢাকা বিভাগীয় প্রধান) মো. ফজলুর রহমান, মাদক বিরোধী সংগঠন চেতনার নির্বাহী কমিটির সদস্য, মোঃ শামসুল আলম। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদকবিরোধী কমিটির সভাপতি অধ্যাপক সাজ্জাদ হোসেন। অনুষ্ঠানের মূল বিষয় মাদকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে সচিত্র তথ্য উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ইকবাল মাসুদ। পরবর্তীতে উপস্থাপনার ওপর মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে উপস্থিত সকলে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ইকবাল মাসুদ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক (ঢাকা বিভাগীয় প্রধান) মোঃ ফজলুর রহমান মুক্ত আলোচনা পর্বে শিক্ষার্থী ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। পরবর্তীতে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরুস্কার প্রদান করেন অনুষ্ঠানের অতিথিগণ। সেমিনারের প্রধান অতিথি তামাক বিরোধী রিসার্চ সেলের সভাপতি ও সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী তার বক্তব্যে বলেন, মাদক বিরোধী সমাজ গঠনে যুব সমাজ তথা তরুণরা অনেক বড় ভূমিকা পালন করতে পারেন। এজন্য প্রয়োজন সচেতনতা এবং সেই সচেতনতা আসতে হবে প্রথমে পরিবার থেকে। তিনি আরো বলেন, যেকোনো নেশার প্রথম ধাপ তামাকের ব্যবহার দিয়ে শুরু হয় তাই এই বিষয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে। মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক সেমিনার যৌথ ভাবে আয়োজন করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়, লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস এবং মাদক বিরোধী সংগঠন চেতনা। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে প্রধান অতিথি ও সভাপতির হাতে লায়ন্স ক্লাব ও চেতনার মাদকবিরোধী পোস্টার তুলে দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ইকবাল মাসুদ। অনুষ্ঠানের সভাপতি ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ডা. মাইনুল ইসলামের বক্তব্যে এবং সহকারী অধ্যাপক বজলুর রহমানের সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হয়।

আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ভিসিদের সংগঠন ফাউন্ডেশন ফর লার্নিং, টিচিং অ্যান্ড রিসার্চ (এফএলটিআর) আয়োজিত তিনদিনব্যাপী 'টিচিং ফর অ্যাক্টিভ লার্নিং' সার্টিফিকেট কোর্সের প্রশিক্ষকদের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকরা

মানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষকের গুণগত মান বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন ৯টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ভিসিদের সংগঠন ফাউন্ডেশন ফর লার্নিং, টিচিং অ্যান্ড রিসার্চ (এফএলটিআর)। ভিসিরা বলেছেন, সুশিক্ষা ও উন্নত শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক। এজন্য একদিকে বিজ্ঞানসম্মত ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা যেমন প্রয়োজন, অন্যদিকে প্রয়োজন চাহিদাভিত্তিক পৌনঃপুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা।

রাজধানীর আহ্ছানউল্লা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে ২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ এফএলটিআর আয়োজিত তিন দিনব্যাপী 'টিচিং ফর অ্যাক্টিভ লার্নিং' সার্টিফিকেট কোর্সের সার্টিফিকেট বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা এসব কথা বলেন। পঞ্চম বারের মতো আয়োজিত এ কোর্সে পাবলিক ও প্রাইভেট পর্যায়ের ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ জন শিক্ষক অংশ নেন।

আইইউবি ভিসি অধ্যাপক ড. এম ওমর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এএমএম শফিউল্লাহ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন। উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাব বোর্ড অব ট্রাস্টিজের বিশেষ উপদেষ্টা অধ্যাপক ইমরান রহমান এবং কোর্স ডিরেক্টর ও গ্রিন ইউনিভার্সিটির ভিসি অধ্যাপক ড. মো. গোলাম সামদানী ফকির। তিন দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও বরেণ্য প্রশিক্ষকরা সেশন পরিচালনা করেন।

উল্লেখ্য, দেশের শীর্ষ ৯ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের সমন্বয়ে গঠিত এফএলটিআর দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক, গবেষক ও প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা উন্নয়নে কাজ করছে। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে আহ্ছানউল্লা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (আইইউবি), ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও গ্রিন ইউনিভার্সিটি।

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা দীর্ঘ ৪০ বছর যাবত আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ পাঠকের সামনে তুলে ধরছে।

মিশনের যে কোন কার্যক্রমের সংবাদ (ছবিসহ) আহ্ছানিয়া মিশন বার্তায় প্রেরণের জন্য নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তায় সংবাদ পাঠাবার ঠিকানা :

damprd.org@gmail.com

শিক্ষা সফরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা চিত্ত বিনোদনের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আরো ভালভাবে বিস্তারিত জানতে পারে

ইউসিএলসি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সফর

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন শিক্ষা কর্মসূচির ইউসিএল-এর ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে ১৫ আগস্ট ২০১৮ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। মিরপুর ও মোহাম্মদপুর এরিয়াতে পরিচালিত রংধনু ইউসিএলসির, আশার আলো ইউসিএলসির, নয়নতারা ইউসিএলসির, গোধুলী ইউসিএলসির এবং জ্যোতি ইউসিএলসির ২১০ শিক্ষার্থীসহ মোট ২৪০ জন অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত সফরের সময় বঙ্গবন্ধুর জীবনচিত্র এবং পারমাণবিক বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন, কুইজ প্রতিযোগিতা ও গেমস্-এর আয়োজন করা হয়। উক্ত আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ক সচিব, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের পরিচালকসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। শিক্ষা সফরে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মাঝে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ৫০ জন করে ৪টি ব্যাচে ৯টি করে প্রশ্ন করা হয়। সঠিক উত্তরদাতা মোট ৩৬ জন শিক্ষার্থীকে বই উপহার প্রদান করা হয়। সম্পূর্ণ আয়োজনে ইউসিএলসি প্রকল্পের শিক্ষার্থীরা মোট ৩২টি পুরস্কার লাভ করে।

এছাড়াও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বঙ্গবন্ধুর জীবনচিত্র এবং মহাকাশ অভিযানের উপর ২টি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন শেষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আনোয়ার হোসেন উপস্থিত থেকে সকল শিক্ষার্থীর মাঝে দুপুরের খাবার বিতরণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে শিক্ষা সফরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিত্ত বিনোদনের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আরো ভালভাবে বিস্তারিত জানতে পারে। শিক্ষার্থীরা মহাকাশ সম্পর্কে ও একটা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করে।

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন

৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ 'সাক্ষরতা অর্জন করি, দক্ষ হয়ে জীবন গড়ি'– আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী প্রতিবারের ন্যায় এবারো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন করে। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার নানান কর্মসূচি পালনের কারণে বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২ দশমিক ৯ শতাংশ। সাক্ষরতা দিবস সামনে রেখে প্রতিবছর জেলা প্রশাসন, পঞ্চগড় বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে থাকে। জেলা প্রশাসন, পঞ্চগড়ের এসকল কর্মসূচির মধ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর ৪০ জন শিশু ও কর্মী অংশগ্রহণ করেন। এরপরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর কর্মীরা অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও দিনের অন্যান্য কর্মসূচিতে আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীতে শিশুদের নিয়ে সাক্ষরতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসন, পঞ্চগড়ের এসকল কর্মসূচির মধ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর ৪০ জন শিশু ও কর্মী অংশগ্রহণ করেন

ই-লার্নিং কোর্স উন্নয়নে মিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি

সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ই-লার্নিং ব্যবহারের কার্যকারিতার প্রেক্ষাপটে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ই-মডিউল তৈরিতে মিশনের সক্ষমতা উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি 'সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট' (সিনেড)-এর উদ্যোগে এবং 'কমনওয়েলথ অব লার্নিং' (COL)-এর কারিগরি সহায়তায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে সমাপ্ত হয় ২ (দুই) সপ্তাহব্যাপী "Develop and Deliver Online Gender Staff Training Program" শিরোনামের প্রশিক্ষণ কর্মশালা। এই কর্মশালাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ডামের একটি টিমকে ই-মডিউল উন্নয়নে প্রশিক্ষিত করা এবং দক্ষ করে তোলা। এই লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার বিভিন্ন ইউনিট ও প্রতিষ্ঠানের ১০ জন কর্মকর্তাকে নিয়ে একটি টিম গঠন করে।

কর্মশালার এই পর্বে OER নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত চিত্র, ভিডিও, টেক্সট, ডাইরেক্টরি, ই-লাইব্রেরী ইত্যাদির open রিপোসিটরিগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। পাশাপাশি নানাধরনের "লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" (LMS)-এর সাথে পরিচয় করানো হয় ও বাস্তব প্রদর্শন করা হয়।

কর্মশালার দ্বিতীয় পর্বটি গত ৯-১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার এই পর্বের মূল সহায়ক ছিলেন 'কমনওয়েলথ অব লার্নিং' (COL)-এর কনসালট্যান্ট ও ই-লার্নিং উপদেষ্টা বিশিষ্ট ই-লার্নিং বিশেষজ্ঞ Dr. Ishan Abeywardena এবং সহ-সহায়ক ছিলেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বিজিনেস-এর ডিন অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল ও সিনেড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাহনেওয়াজ খান। কর্মশালার এই পর্বে OER নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত চিত্র, ভিডিও, টেক্সট, ডাইরেক্টরি, ই-লাইব্রেরী ইত্যাদির open রিপোসিটরিগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। পাশাপাশি নানাধরনের "লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" (LMS)-এর সাথে পরিচয় করানো হয় ও বাস্তব প্রদর্শন করা হয়। পরবর্তীতে হাতে কলমে ই-মডিউল তৈরির কৌশল শেখানো হয়। পূর্বে উন্নয়নকৃত কনটেন্টগুলোকে এই পর্বে ই-মডিউলে আপলোড করার কৌশল শেখানো হয়। এই প্রশিক্ষণে অনলাইন মোবাইল কোর্স উন্নয়ন ও পরিচালনার কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়। তাছাড়া হাতে কলমে ভিডিও এডিটিং শিখানো হয়। এই পর্বে প্রশিক্ষণার্থীরা তিনটি দলে ভাগ হয়ে জেন্ডার বিষয়ক তিনটি ভিডিও উন্নয়ন ও এডিট করেন। এই কর্মশালায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জন্য OER পলিসি তৈরির প্রয়োজনীয়তা নিয়েও আলোচনা হয়।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী ও সমাপনীতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক মহোদয় উপস্থিত থেকে কোর্সটি সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। তিনি বলেন, এই প্রশিক্ষণটি বর্তমান সময়ের জন্য খুবই উপযোগী। তিনি বলেন, আমরা ই-মডিউল তৈরির জন্য মিশনে একটি দক্ষ রিসোর্স টিম তৈরি করতে চাই। একাজে সহায়তার জন্য তিনি 'কমনওয়েলথ অব লার্নিং' ও সিনেড-কে ধন্যবাদ জানান। তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণের বিজ্ঞ প্রশিক্ষদেরও ধন্যবাদ জানান।

কর্মশালায় 'কমনওয়েলথ অব লার্নিং' এর কনসালট্যান্ট ও ই-লার্নিং উপদেষ্টা বিশিষ্ট ই-লার্নিং বিশেষজ্ঞসহ অংশগ্রহণকারীগণ

শিক্ষায় জাতীয় অর্জন

প্রাথমিকে শিশু ঝরে পড়ার হার ১৮ দশমিক ৮৫ শতাংশ। ২০০৮ সালে এ চিত্র ছিল ৪৯ দশমিক ৩০ শতাংশ

দেশের সব মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। একই সঙ্গে জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছানো, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি এসব উদ্যোগের একটি।

শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় অর্জন উল্লেখযোগ্য। এর পেছনে সরকারি বেসরকারি উভয় পর্যায়ের অবদান রয়েছে। সরকারের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ছিল স্কুলে যাওয়া বয়সি শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে আনয়ন, বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ, স্কুলে স্কুলে মিডডে মিল চালু করা, মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ এবং শিক্ষা সহায়তা উপবৃত্তি প্রদান, সব শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা বৃত্তি প্রদান, পর্যায়ক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ করা এবং আইটিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনসহ শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিতকরণ। এই কর্মসূচিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও অন্যান্য এনজিওগুলো স্ব স্ব কর্মধারার আলোকে গ্রহণ করে বিভিন্ন প্রকল্প। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে।

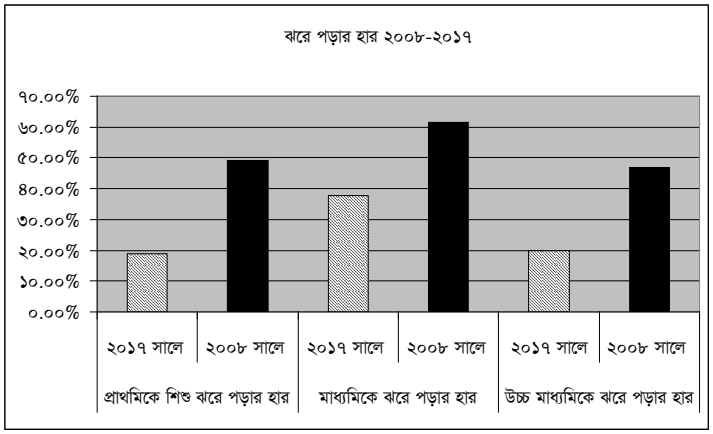

জাতীয় অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রাথমিকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমছে। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) 'বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান-২০১৭' শীর্ষক একটি জরিপ পরিচালনা করে। জরিপে দেখা গেছে প্রাথমিকে শিশু ঝরে পড়ার হার ১৮ দশমিক ৮৫ শতাংশ। ২০০৮ সালে এ চিত্র ছিল ৪৯ দশমিক ৩০ শতাংশ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকেও ঝরে পড়ার হার কমছে। একই জরিপে দেখা গেছে, মাধ্যমিকে ঝরে পড়ার হার ছিল ৩৭ দশমিক ৮১ শতাংশ। ২০০৮ সালে যা ছিল ৬১ দশমিক ৩৮ শতাংশ। অন্যদিকে, উচ্চ মাধ্যমিকে ২০১৭ সালে ঝরে পড়ার হার ছিল ১৯ দশমিক ৮৯ শতাংশ। ২০০৮ সালে যা ছিল ৪৬ দশমিক ৮৬ শতাংশ। পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রের অগ্রগতি ঘটেছে যেমন;

প্রাথমিকে শিশুভর্তির হার বৃদ্ধি, উপস্থিতির হার বাড়ানো, ঝরে পড়ার হার হ্রাসকরণ এবং শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুলে স্কুলে **মিডডে মিল** চালু করার উদ্যোগ নেয় সরকার। চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে দেশের ৯৮ শতাংশ সরকারি স্কুলে মিডডে মিল চালু হয়েছে বলে মিডিয়াকে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পাঁচটি প্রকল্পের আওতায় ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী এবং প্রাথমিকে শতভাগ শিক্ষার্থীদের **উপবৃত্তি** প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট এবং মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রকল্প নামে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রকল্প চালু আছে। এ পর্যন্ত প্রথম থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত মোট ১ কোটি ২২ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র, মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য ২০১১ সালে **'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট'** নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে।

২০১৭ সালে প্রথমবারের মতো চাকমা-মারমা-গারোসহ **ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর** শিশুদের জন্য পাঁচটি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, পাঠদানও করা হচ্ছে। সাঁওতালদের জন্যও আরেকটি করা হবে। একই সঙ্গে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্রেইল বই সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের সব পাঠ্যপুস্তক এখন ই-বুক আকারে পাওয়া যাচ্ছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইট ডায়নামিক করে, ই-বুক ভার্সনে উন্নয়ন করে মাধ্যমিক স্তরের ৫০টি বাংলা ভার্সন, ২৬টি ইংরেজি ভার্সন ও প্রাথমিক স্তরের ৩৩টি পাঠ্যপুস্তক তাতে আপলোড করা হয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় আইসিটির ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলছে। সরকার **আইসিটি ইন এডুকেশন** মাস্টার প্ল্যান (২০১২ থেকে ২০২১) প্রস্তুত করেছেন। এছাড়া ই-লার্নিং কার্যক্রম, সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তৈরিসহ দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য 'দি আইসিটি ইন এডুকেশন মাস্টার প্ল্যান' প্রণয়ন করা হয়েছে।

অবকাঠামো উন্নয়ন ক্ষেত্রে ২০০৯ থেকে সর্বশেষ অর্থবছর পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে ১ হাজার ১৫১টি, পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে ৭ হাজার ৭৪২, সিডর-সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা হয়েছে ৩৮২, অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে ৪০ হাজার ৫৬৫, বড় ধরনের মেরামত করা হয়েছে ৫ হাজার ৪৭১ এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে ১ হাজার ৬১৪টি। নতুনভাবে পিটিআই নির্মাণ করা হয়েছে ১১টি এবং আরেকটি ঢাকায় নির্মাণাধীন।

বর্তমান সরকার এ পর্যন্ত ৩ হাজার ১৭২টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় **কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন** করেছে। এছাড়া, ৩১০টি মডেল স্কুল, ৭০টি স্নাতকোত্তর কলেজ, ২০টি সরকারি বিদ্যালয় এবং ৩৫টি মডেল মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে।

অর্জনের পাশাপাশি কিছু চ্যালেঞ্জ থাকে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও অর্জনের সঙ্গে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক **রাশেদা কে চৌধুরী** বলেন, অর্জনগুলো দৃশ্যমান। কিন্তু বড় চ্যালেঞ্জ হলো শিক্ষা ক্রমাগত পণ্য হয়ে গেছে। বিশেষ করে, পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষা হওয়ার কারণে শিক্ষা ক্রমাগত ব্যয়বহুল হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও আমরা ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছি। তবে আমরা আশাবাদী, সরকার চেষ্টা করলে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আগামীতে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর দর্শন

‘সাধনা-জীবনে প্রকৃতি : পাহাড় ও সমুদ্রের প্রভাব’ শীর্ষক সেমিনার

সেমিনারের বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর দর্শন ‘সাধনা-জীবনে প্রকৃতি : পাহাড় ও সমুদ্রের প্রভাব’ শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ২৮ জুলাই ২০১৮, শনিবার ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার ড. কাজী আলী আজম। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ডা. নুরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস. এম. খলিলুর রহমান।

যৌথভাবে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রকল্প পরিচালক গোলাম ফারুক হামিম ও এমআইএস কো-অর্ডিনেটর আফরোজা বুলবুল বলেন, মিশনের প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর জীবনে বৈচিত্র্যময় সমস্ত সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুকেই তুচ্ছ জ্ঞান করেননি। স্রষ্টার সকল সৃষ্ট বস্তুকে তিনি একই পরিবারভুক্ত মনে করতেন এবং সৃষ্টির পরতে পরতে তিনি মহাপ্রভুর অস্তিত্ব অনুভব করতেন।

তারা বলেন, একজন কর্মব্যস্ত শিক্ষা প্রশাসক হয়েও হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) আকাশ, বাতাস, ঝর্ণা, সমুদ্র, নদী, চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, উদ্ভিদরাজী, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, ক্ষুদ্র বালুকণা থেকে শুরু করে স্রষ্টার অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন স্রষ্টার অকৃপণ নিপুণতা এবং সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার অনন্ত ভালবাসা।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর দর্শন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা’র ‘শিক্ষা দর্শন’ শীর্ষক সেমিনার

সেমিনারে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এডুকেশন সেক্টরের হেড মো. সাহিদুল ইসলাম

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮, শনিবার, রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মিলনায়তনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর ‘শিক্ষা দর্শন’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউনিসেফ-এর এডুকেশন ম্যানেজার মোহাম্মদ মহসীন। বিশেষজ্ঞ হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান।

সেমিনারে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এডুকেশন সেক্টরের হেড মো. সাহিদুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস. এম খলিলুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজমের পরিচালক আলহাজ মো. ইসমাইল মিঞা।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে মো. সাহিদুল ইসলাম বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা মনে করতেন, ‘মনুষ্যত্বের বিকাশই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য’। তার মতে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে লুকায়িত আছে বিপুল সম্ভাবনা। শিক্ষার মাধ্যমে এই সম্ভাবনাকে বিকশিত করা সম্ভব।

সাহিদুল ইসলাম আরও বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা মনে করতেন, সমাজে একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গরূপে বিকশিত হওয়ার সুযোগ থাকবে অবারিত। এই সমাজে একজন মানুষ হবে বিচক্ষণ, বিবেক-বুদ্ধিচালিত এবং গঠিত হবে তার নৈতিক চরিত্র।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার উদ্ধৃতি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘শিক্ষাপদ্ধতি এমন হবে, যাতে মানুষের ক্রিয়াশীলতা জন্মায়, মানসিক শক্তি পরিপুস্ট হয়, যাতে জ্ঞান অন্বেষণ ও সুপ্ত শক্তি বিকাশের ধারা সূচিত হয়, জ্ঞানলিপ্সাকে বর্ধিত করে, প্রত্যেকের আত্মবলম্বন শক্তি পূর্ণভাবে প্রদীপ্ত হয়’।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ও সাবেক সচিব আব্দুল মজিদ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মসূচি বিভাগের পরিচালক গোলাম ফারুক হামিম ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট-এর সিইও শাহনেওয়াজ খান।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৬০ বছর পূর্তিতে গবেষণা প্রকল্পের অধীনে আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজমের ব্যবস্থাপনায় এই ৮ম সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

মুন্সীগঞ্জে ৬০০ গাছের চারা বিতরণ

গ্রামবাসীদের মাঝে বেশি বেশি গাছ রোপণের প্রয়োজনিয়তা তুলে ধরা হয়

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিসের যৌথ উদ্যোগে মুন্সীগঞ্জে ৬০০টি গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ৮ সেপ্টেম্বর হাঁসাড়া ইউনিয়নের হেনা আহমেদ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পারিবারিক বনায়ন কর্মসূচির আওতায় এ অনুষ্ঠানে হাঁসাড়া ইউনিয়নের চারটি গ্রামের ২০০ দরিদ্র পরিবারকে তিনটি করে আম, লেবু ও পেয়ারা গাছের চারা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ও লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিসের সাবেক সভাপতি লায়ন ইকবাল মাসুদ। প্রধান অতিথি ছিলেন লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিসের ফাউন্ডার পিডিজি লায়ন শেখ আনিসুর রহমান পিএমজেএফ। অতিথি ছিলেন লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিসের সভাপতি লায়ন ফয়জুল কবির, লায়ন এসএম সাহেদ হাসান, লায়ন এসএম মেহেদী হাসান, লায়ন জাকিয়া সুলতানা, লায়ন হুমায়ুন কবির বাদশা, লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিসের ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন ডা. মাহফুজুর রহমান ভূইয়া ও লায়ন সাকিলা ইসলাম মুক্তি। উপস্থিত ছিলেন হেনা আহমেদ হাসপাতালের ডা. নায়লা পারভীন ও ডা. বাকিরউল ইসলাম খান। বাউল আবদুল মালেক বয়াতি ও তার দল পরিবেশ ও সুস্থ জীবন বিষয়ে সচেতনতামূলক বাউল গান পরিবেশন করে গ্রামবাসীর মাঝে বেশি বেশি গাছ রোপণের প্রয়োজনিয়তা তুলে ধরেন।

মিশনের নীতিমালা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মিশনের সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে অংশগ্রহণকারীগণ

৩০ জুলাই ২০১৮ ঢাকার মিরপুর পাইকপাড়ায় অবস্থিত কেএনএইচ-আহ্ছানিয়া দুস্থ নারী ও শিশু কেন্দ্রে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সকল প্রকার নীতিমালার ওপর দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় কেএনএইচ-আহ্ছানিয়া দুস্থ নারী ও শিশু কেন্দ্রে কর্মরত ১৪ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন। ডাম মানবসম্পদ শাখার উপ-পরিচালক এস. এম. মফলেউদ্দিন আহমেদ, সহকারী পরিচালক হাবিবুর রহমান, হিসাব শাখার উপ-পরিচালক নিলুফার ইয়াসমীন এবং চিলড্রেন সিটির সহকারী পরিচালক জাহাংগীর হোসেন সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস. এম. খলিলুর রহমান। কেএনএই-জামানীর সহযোগিতায় কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় মিশনের পদোন্নতি, অগ্রগতি মূল্যায়ন, ভ্রমণ নীতিমালা, হিসাব ও ক্রয় নীতিমালা এবং জেন্ডারসহ মিশনের যাবতীয় নীতিমালার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

জাতীয় শোক দিবসের উপর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বীরমুক্তি যোদ্ধা মো. আফসার আলী ও শিশু নগরীর শিশু ও কর্মীবৃন্দ

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীতে

জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ পালন

শোকাবহ আগস্ট মাসকে সামনে রেখে শিশুনগরীতে মাসব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যার মধ্যে ছিল নিয়মিতভাবে শ্রেণিকক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী, দেশাত্মাবোধ, আত্মত্যাগ-এর কাহিনী আলোচনা করা। ১৫ আগস্টে পঞ্চগড় জেলা প্রশাসন আয়োজিত শোক র‍্যালি এবং আলোচনা সভায় শিশুনগরীর শিশু এবং কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে শিশু নগরীতে শিশুদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন আদর্শ বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রচনা প্রতিযোগিতা শেষে জাতীয় শোক দিবসের উপর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বীরমুক্তিযোদ্ধা মো. আফসার আলী, শিশু নগরীর সকল শিশু ও কর্মীবৃন্দ। আলোচনা সভায় বীর মুক্তিযোদ্ধা মো.আফসার আলী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ তুলে ধরেন এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সকলকে জীবন গড়ে তোলার পরামর্শ প্রদান করেন। সবশেষে ১৫ আগস্টে শাহাদত বরণকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তার পরিবারের সেদিন নিহত সকল সদস্যের আত্মার মাগফিরাত কামনার মধ্য দিয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জাতীয় শোক দিবস পালন

যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশের মহান স্থপতি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদৎবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। এ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে ১৫ আগস্ট সকালে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। এদিকে একই দিন বেলা ১১টায় এনজিও ব্যুরোতে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

সন্ধ্যায় ধানমন্ডিস্থ প্রধান কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগে আয়োজন করা হয় দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভার। সভায় মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমানসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় ড. এসএম খলিলুর রহমান বলেন, ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট জাতির জনকের অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে।

জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস. এম খলিলুর রহমান

হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত)

HAJJ FINANCE COMPANY LIMITED حج فاينانس كمبانى لميتيد

শরিয়াহ্ভিত্তিক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান

Save for Hajj. হজ্বের জন্য সঞ্চয়

আমাদের সেবাসমূহ

হজ্ব সঞ্চয় স্কীম

হজ্ব পালন ও
হজ্ব অর্থায়ন প্রকল্প

বাড়ি অর্থায়ন

গাড়ি অর্থায়ন

শিল্প অর্থায়ন

ব্যবসা বাণিজ্যে
অর্থায়ন

আমানতসমূহ

১. আল-ওয়াদিয়া হজ্ব সঞ্চয় হিসাব
২. মাসিক কিস্তি ভিত্তিক মুদারাবা হজ্ব টার্ম ডিপোজিট
৩. এককালীন মুদারাবা হজ্ব টার্ম ডিপোজিট
৪. হজ্ব ডেভেলপমেন্ট মুদারাবা টার্ম ডিপোজিট
৫. মুনাফা উত্তোলনযোগ্য মুদারাবা টার্ম ডিপোজিট
৬. মুদারাবা পেনশন ডিপোজিট স্কীম
৭. মুদারাবা টার্ম ডিপোজিট

বিনিয়োগ সেবাসমূহ

খাতসমূহ

১. ইজারা ওয়া ইক্তিনা
২. বাই-মুয়াজ্জাল
৩. হায়ার পারচেজ-শিরকাতুল মেল্ক
৪. মুসারাকা মুতানাকিস্বা
৫. মুরাবাহা লোকাল পারচেজ অর্ডার
৬. আস্-সাফারী (হজ্ব অর্থায়ন প্রকল্প)

পণ্য

- গাড়ী (প্রাইভেট ও কমার্শিয়াল)
- যন্ত্রপাতি (শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত)
- ব্যবসা বাণিজ্য
- বাড়ি/ফ্ল্যাট/বাণিজ্যিক ফ্লোর নির্মাণ ও ক্রয়

"লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক"

(হে আল্লাহ, আমি তোমার সান্নিধ্য লাভে হাজির হয়েছি)।

আস্-সাফারী

(হজ্ব অর্থায়ন প্রকল্প)

"আমাদের আর্থিক সহায়তায় পবিত্র হজ্ব পালন করুন পরে কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করুন"

বিস্তারিত আরও তথ্য জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন

প্রধান কার্যালয় ও প্রধান শাখা

ফজলুর রহমান সেন্টার (নীচ তলা), ৭২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
টেলিফোন: +৮৮-০২-৯৫৫২১৪১, ৯৫৬০৫২০, ৭১৬৫৯০০; ফ্যাক্স: ৯৫৬৮৯৭৩।

বায়তুল মোকাররম মসজিদ কমপ্লেক্স শাখা

মসজিদ কমপ্লেক্স (২য় তলা), উত্তর গেট, ৬৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
টেলিফোন : +৮৮-০২-৭১৬৯৬৫৯, ৭১১৪৩৬১; ফ্যাক্স: ৭১১৮১৯৮।

www.amhajjfinance.com

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা
রেজিঃ নং ৬০/৭৯ ॥ বর্ষ ৪০ ● সংখ্যা ৩ ● জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : বছরে যে কোন সময় আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা।
সম্পাদক, আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০